পরিহাস বিজল্পিতম্

একাঙ্ক নাটক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এক টাকা চার আনা

দ্বিতীয় সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৩

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, ও মানসী প্রেসের পক্ষে মুদ্রাকর : শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৩, মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—ভারত ফোটো টাইপ ষ্টুডিও, বাঁধাই বেঙ্গল পাবলিসার্স।

শ্রীমান্ অজয়কুমার সেন

কল্যাণীয়েষু

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ধনীর মেয়ে মিনি। আজ তার জন্মতিথি। বয়স তার কত, বাইরের লোকের পক্ষে ঠিক বলা কঠিন ; মেয়ে এক রকম বলে ; মা এক রকম বলে ; তার প্রণয়ীর হিসাবে তৃতীয় এক রকমের ; বান্ধবদের নানা জনের নানা মত ; কাজেই এমন জটিল সমস্যা পূরণের চেষ্টা করিব না।

সারাদিন উৎসব চলিয়াছে ! মিনির বাপ নাই ; মা-র আদরের মেয়ে ; উৎসবের বহর এর চেয়ে কম হইলেও বেশী বলিয়া গণ্য হইত।

উৎসবের শেষ আয়োজনটাই কিছু ফলাও রকমের ; সন্ধ্যা-বেলায় একটি নাটকের অভিনয় হইবে। অভিনেতারা আসিয়া পৌঁছায় নাই বটে কিন্তু অন্য সব ব্যবস্থা প্রস্তুত। মিনিদের বাড়ীর দোতালার বড় হল-ঘরটাতে ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছে।

এই উপলক্ষ্যে অনেক গণ্যমান্য অতিথি আসিবেন—এখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই কিন্তু আসিলেন বলিয়া।

নীচের তালার একটি প্রশস্ত হল-ঘর। পিছনের দিকে দোতালায় উঠিবার সিঁড়ি ; হল-ঘরের দুই দিকে অর্থাৎ ষ্টেজের দুই উইংসে দুটি করিয়া চারিটি দরজা ; ঘরটিতে বিদ্যুতের আলো জলিতেছে ; অন্য আসবাব-পত্র বেশী নাই—কেবল হ্যাট ও ছড়ি রাখিবার সরঞ্জাম ;

পাশে একখানা দেয়ালে সংলগ্ন আয়না; মাঝখানে খান দুই চেয়ার। অতিথিদের বসিবার ব্যবস্থা এখানে নয়; এখানে প্রবেশ করিলে অভ্যর্থনা করিয়া অন্যত্র লইয়া যাওয়া হইবে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মিনি ও মিনির প্রণয়ী। মিনি কলেজে-পড়া মেয়ে, তাতে ধনী, তাতে আজ আবার তার জন্মদিন—কাজেই সাজ-সজ্জার কিছু আড়ম্বর! কিন্তু অলঙ্কারের অতিশয়োক্তি নাই। বোধ হয় তার বিশ্বাস বিধাতার দেওয়া সহজাত অলঙ্কার তার অঙ্গে আছে। সুন্দর, কুৎসিৎ সব মেয়েরই বিশ্বাস অনুরূপ—মিনি তো সুন্দরী, কাজেই তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

মিনির প্রণয়ীর বয়স নিশ্চয়ই ত্রিশের এদিকে। ছিপছিপে গড়ন; উজ্জ্বল চেহারা, হঠাৎ দেখিলে ফিল্মষ্টার বলিয়া মনে হয়।

মিনি অতিথিদের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া আছে; তার প্রণয়ী একখানা চেয়ারের পিঠের উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া মিনিকে কিছু বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছে।]

মিনির প্রণয়ী। মিনি, মিনি, আজ তোমার জন্মদিনে—

মিনি। ওই তো তোমার দোষ! একটুখানি আড়ালে পেয়েছ কি গলার স্বরে কেমন যেন সন্দেহের সুর লাগে!

মিনির প্রণয়ী। শোন মিনি, আজ তোমার জন্মদিনে একটা কথা—

মিনি। তোমার ওই একটা কথাকে আমি সবচেয়ে ভয় করি।

মিনির প্রণয়ী। কেন?

মিনি। কারণ নিশ্চয়ই জানি ওই একটা কথার শেষ নেই!

মিনির প্রণয়ী। বুদ্ধির অসদ্ভাব কোন দিন তোমার হয়নি। ঠিক

ধরেছ ! যারা অনেক কথার কারবার করে তারা হৃদয়ের খুচরো ব্যবসায়ী ; আর আমার একটি কথা হৃদয়ের—

মিনি। পাইকারি ব্যবসা !

মিনির প্রণয়ী। কি আশ্চর্য্য ! মনের সব কথা বুঝতে পারো—আর সেই কথাটা বুঝতে পারো না !

মিনি। কারণ, বুঝতে চাইনে।

মিনির প্রণয়ী। নাই-বা চাইলে—একবার শুনতে ক্ষতি কি !

মিনি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

মিনির প্রণয়ী। জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন ? আমি তো আপনি বলতে চাই !

মিনি। সে কথা নয় ! আচ্ছা, লোকের সম্মুখে যখন তুমি কথা বলো—তখন ঠাট্টায় বিদ্রূপে, হাসি' রসিকতায় তোমার কথাগুলো সকাল বেলার আলো-পড়া নদীর মত ঝলমল করতে থাকে। আর আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় তোমার এমন দুর্দ্দশা হয় কেন ?

মিনির প্রণয়ী। শীতে !

মিনি। শীতে ? সে আবার কি ?

মিনির প্রণয়ী। লোকের সম্মুখে যখন কথা বলি তখন আমি রোদে ঝলমল-করা নদী ; আর তোমার সম্মুখে যখন কথা বলি তখন শীতে বরফ-জমা সেই নদী !

মিনি। সে তো বুঝ্‌লাম। কিন্তু হঠাৎ এমন বরফ জমে কেন ?

মিনির প্রণয়ী। সেটা বুঝ্‌তে হলে তার আগে আমার সেই কথাটা বলতে হয় !

মিনি। তা হ'লে আর আমার বুঝে দরকার নেই !

মিনির প্রণয়ী। কিন্তু আমার যে দরকার আছে !

মিনি। আজ থাক্‌—বরঞ্চ আর একদিন শুনবো!

মিনির প্রণয়ী। আর কবে বা সুযোগ পাবো! এমনি ক'রেই তো কত জন্মতিথি গেল!

মিনি এবারে ভালো করিয়া প্রণয়ীর দিকে তাকাইলে, তার অবস্থা দেখিয়া

মিনির মন গলিয়া গেল, কিন্তু অত্যন্ত সংযত ভাবে বলিল

মিনি। আচ্ছা বলো, কিন্তু মনে থাকে যেন একটি কথা মাত্র!

মিনির প্রণয়ী। কথা একটি হলেই যে সংক্ষিপ্ত হবে তার কোন মানে নেই

মিনি। কি রকম?

মিনির প্রণয়ী। যেমন রামায়ণকে বলতে পারো একটি মাত্র কবিতা—মহাভারতও একটি মাত্র কবিতা—কিন্তু তাই বলে সেগুলো সংক্ষিপ্ত নয়!

মিনি। বলো—বলো—যতটা সংক্ষেপে পারো—

মিনির প্রণয়ী। মিনি! মিনি! সত্যি বলছি! আমি তোমাকে—

তার একটি মাত্র কথা আর শেষ হইতে পারিল না! হলের বাইরে অনেকগুলি পাদুকার শব্দে বোঝা গেল, অনেকগুলি অতিথির সমাগম হইয়াছে

মিনি। [ওষ্ঠাধরে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া নীচুকণ্ঠে] চুপ! [উচ্চস্বরে] যাও, ওঁদের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এস!

মিনির প্রণয়ী। [নিম্নস্বরে ও ইঙ্গিতে] আমার সেই কথা!

মিনি। [ইঙ্গিতে] পরে শুনবো! [উচ্চস্বরে] যাও!

মিনির প্রণয়ীর প্রস্থান

[পর মুহূর্ত্তেই চারিজন অতিথিকে লইয়া তার প্রবেশ।—(১) মেয়র (২) ক্রিটিক (৩) প্রকাশক (৪) রিপোর্টার। চার জনের বর্ণনা দেওয়া দরকার।

(১) মেয়র নাকি পৌর-পিতা ; অজ্ঞাত ও অগণিত সন্তানবাৎসল্যে তাঁর উদর স্নেহে ও মেদে উচ্ছ্বসিত , চাল-চলন অতিশয় গম্ভীর ও উদ্বেগপূর্ণ ; বন্ধুরা বলে, পৌর-চিন্তায় এই দুর্দ্দশা ; শত্রুরা বলে, আগামী নির্ব্বাচন আসন্ন ; ছবিতে যে জনবুলের চেহারা দেখা যায় মুখখানা সেই রকম ; কিন্তু এঁর মস্ত গুণ এই যে যখন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, লোক দেখিবামাত্র— তা পরিচিত, অপরিচিত যেমনই হোক, একটি হাসি ছাড়িতে পারেন ! এই হাসির জোরেই তিনি নাকি এ পর্য্যন্ত নির্ব্বাচন-সাগর পার হইয়া আসিতেছেন। স্বদেশী মেয়র কাজেই পরণে বিদেশী পোষাক।

(২) ক্রিটিক—ইনি থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমালোচনা করিয়া থাকেন। সেই সব মহলে এঁর বিষম প্রতাপ ! শুষ্ক শীর্ণ দীর্ঘাকার ; শীর্ণ বলিয়া যতটা দীর্ঘ তার বেশী মনে হয় ! হাড় বাহির-করা মুখখানা চিবুকের দিকে একটি কঠিন কীলকের মত নামিয়া আসিয়াছে, থিয়েটার সিনেমার ক্রটী দেখিয়া যখন ইনি মাথা নাড়িতে থাকেন মনে হয়—সেই ক্রটীর ফাঁকে ওই কীলকটাকে ঢুকাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন।

(৩) প্রকাশকের ওজন পাকি আড়াই মণ ; মুখখানা স্ফীত, বেলুনের মত ; যেখানেই তিনি যান নিজের ব্যবসার কথা ভোলেন না !

(৪) রিপোর্টার অল-ইণ্ডিয়া প্রেসের রিপোর্টার ! জীর্ণ সাহেবী পোষাক-পরা ; পটের শ্রীকৃষ্ণ কাঁচির ভঙ্গীতে দুই পা বিন্যাস করিয়া যেমন দাঁড়ায় এঁরও দাঁড়াবার ভঙ্গী সেইরূপ ; এক হাতে রাইটিং প্যাড, অপর হাতে ফাউণ্টেন পেন, মাথায় রং-জলিয়া যাওয়া একটা পুরাতন ফেল্ট হ্যাট—ভদ্রতার খাতিরেও কখনও সেটা খোলেন না। বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।—কারণ, দুটা হাত তো সর্ব্বদা

ব্যস্ত ; বিশেষ টুপিটার এমন অবস্থা মাথার খুলির আশ্রয় ত্যাগ করিলে চুপসিয়া গিয়া পুঁটলীর মত হইয়া যায়। মুখে চুরুট, কব্জিতে ঘড়ি।

এবারে পরিচয়ের পালা আরম্ভ হইল। মিনির প্রণয়ী মিনির সঙ্গে সকলের পরিচয় করাইয়া দিল। ইতিমধ্যে মেয়র হ্যাট খুলিতেই ভৃত্য আসিয়া হ্যাট ও ছড়ি লইয়া গিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল।]

মিনির প্রণয়ী। ইনি মিস্ মিনতি সোম!

মেয়র। কার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন! আমি ওকে ছোট বেলা থেকে জানি! ওর ফাদার আর আমি চাম্‌স্ ছিলাম। ব্রাইটনে কি আনন্দেই না কেটেছিল! গুড্ ওল্ড ডেজ! que de souvenirs que de regrets.

মিনির প্রণয়ী। ইনি ক্রিটিক! বাংলা দেশের থিয়েটার সিনেমা এঁর প্রতাপে তটস্থ!

ক্রিটিক। [অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে] নমস্কার! বাংলা দেশ! তার আবার সিনেমা! আজও এদেশের পারস্-পেকটিভের জ্ঞান হল না।

মিনির প্রণয়ী। ইনি বিখ্যাত গ্রন্থ-প্রকাশক! বাংলা সাহিত্যের বৈতরণীর খেয়া-ঘাটের মাঝি!

প্রকাশক। [কথা বলায় ইঁহার স্বাভাবিক জড়তার মত আছে] নমস্কার! এ পর্য্যন্ত আমি ছাপ্পান্নখানা বই প্রকাশ করেছি। দু'খানা আবার প্রেসে আছে। আমার ক্যাটলগ পাঠিয়ে দেবো, দেখবেন 'খন।

মিনির প্রণয়ী। ইনি অল-ইণ্ডিয়া প্রেসের রিপোর্টার। একালের মেঘদূত!

রিপোর্টার। নমস্কার!

হাত ব্যস্ত, কাজেই মাথা নীচু করিয়া নমস্কার করিতেই টুপীটা মাটিতে
পড়িয়া তাল পাকাইয়া গেল। কেহ তুলিয়া দিবে না বুঝিতে
পারিয়া নিজেই পা দিয়া উঁচাইয়া দিয়া
মাথায় লুফিয়া লইলেন।

মিনি। [মেয়রের প্রতি] আপনাকে কেবল কষ্ট দেবার জন্যই আনা।

মেয়র। [নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন] কষ্ট! এ আর কি কষ্ট মা! আর কষ্ট করতেই তো জন্মেছি। এত বড় একটা শহরের ভার! উঃ [হঠাৎ যেন মাথার উপরে শহরে ভার অনুভব করিলেন] ধৃতরাষ্ট্রের একশ ছেলে ছিল তাতেই তার কি বিপদে গেছে। আর আমার তো চোদ্দ লক্ষ ছেলে!

মিনি। [ক্রিটিকের প্রতি] আপনার মত লোক যে কষ্ট করে এসেছেন তাতে আমি বিশেষ উৎসাহ পেয়েছি।

ক্রিটিক। সে কথা ঠিক! আমার সময়ের বড় টানাটানি! আরও চার জায়গায় এনগেজমেণ্ট ছিল! কিন্তু আপনার বাড়ীতে কি একটা নূতন নাটক হবে শুনে ভাবলাম—যাই দেখি—পারস্-পেকটিভটা ঠিক আছে কি না দেখে আসি।

মিনি। [প্রকাশকের প্রতি] আপনি যে সময় ক'রে উঠ্‌তে পারবেন ভাবিনি!

প্রকাশক। আজ্ঞে 'খুল্লতাত' উপন্যাসের শেষ ফর্মাটা ছাপতে অর্ডার দিয়ে হাতে একটু সময় ছিল!

মিনি। [রিপোর্টারের প্রতি] আপনার মত ব্যস্ত লোক কি ক'রে সময় করে' উঠলেন! আমার সৌভাগ্য! অনুগ্রহ ক'রে আজকের রিপোর্ট-টা ভাল করে লিখ্‌বেন!

অন্যরা যখন কথাবার্ত্তা বলিতেছিল, রিপোটার তখন খস্‌খস্‌ করিয়া
কথাবার্ত্তার বিবরণ, গৃহটির বর্ণনা, গৃহের আসবাব পত্রের
বর্ণনা, মায় সেগুলি কোন্ দেশে তৈয়ারী
লিখিয়া লইতেছিল

রিপোর্টার। সে আমাকে বলাই বাহুল্য! অতিথিদের প্রত্যেকের নাম-ধাম, কথাবার্ত্তা, ঘরের আসববপত্র, মায় ছাদের কড়ি-বরগার সংখ্যা পর্য্যন্ত টুকে নিয়েছি! কেবল দেওয়ালগুলো ক ইটের গাঁথনি বুঝতে পারছি না।

মিনির প্রণয়ী। ওয়াণ্ডার ফুল!

রিপোর্টার। [খুশী হইয়া একটি সিগারেট যাচাই করিল] হুভ্ এ সিগারটে?

মিনির প্রণয়ী। না! ধন্যবাদ!

মেয়র। আজ তোমার এখানে কি নাটক হবে মিনি!

মিনি। জয়দ্রথ বধ!

মেয়র। কমেডি, না ট্রাজেডি?

প্রকাশক। সেটা নির্ভর করবে বইখানা কি রকম বিক্রী হয়, তার উপের।

ক্রিটিক। সার্টেন্‌লি নট্! নির্ভর করবে, কি রকম অভিনয় হয় তার উপরে।

মিনির প্রণয়ী। আমার তো মনে হয় নির্ভর করচে বেচারা জয়দ্রথের উপরে।

মেয়র। পড়ে মরুকগে! নাটক দেখবার সময় বিবেচনা করলেই হবে। লিখছে কে?

ক্রিটিক। বোধ হয় গিরিশ ঘোষ—আর কে?

প্রকাশক। ইস! এখনো তা হলে বইয়ের কপিরাইট যায়নি!

মেয়র। ভাল কথা মনে হ'ল। ওই যে পার্কে গিরিশ ঘোষের পাথরের মূর্ত্তি-টা আছে না—সেটাকে ভাঙবার জন্ত কে একজন সাহিত্যিক নাকি দু'দিন থেকে চেষ্টা করছে!

প্রকাশক। কি সর্ব্বনাশ! মহাকবি গিরিশচন্দ্র!

মিনির প্রণয়ী। যেমন মহাজাতি, তেমনি তার মহাকবি!

রিপোর্টার। পুলিশ মোতায়েন করুন না কেন?

মেয়র। করেছিলুম বই কি! কিন্তু হিন্দুস্থানী পুলিশগুলো মূর্ত্তিটা দেখে ভয়ে এগুতে চায় না। বলে 'দেও' আছে।

রিপোর্টার। বাঙালী পুলিশ বসান।

মিনির প্রণয়ী। কিন্তু দেখবেন, তারা যেন লেখাপড়া না জানে। তা হ'লে তারাই ভাঙতে সুরু ক'রে দেবে।

ক্রিটিক। লোকটার আর যাই দোষ থাকুক—পারস্-পেক্‌টিভ্ জ্ঞান নিখুঁত ছিল।

মিনি। নাটক আরম্ভ হ'তে একটু বিলম্ব আছে, ততক্ষণ আপনারা একটু চা—

মেয়র। আবার ওসব কেন! আচ্ছা চল।

বিপরীত দিক দিয়া মিনির সঙ্গে সকলের প্রস্থান,
কেবল তার প্রণয়ী রহিল

[হলঘরে পিছনদিকে দেতালায় সিঁড়ি দিয়া মিনির মা'কে নামিতে দেখা গেল। মোটা-সোটা বিধবা, বয়স পঞ্চাশের কাছে; মুখে বুদ্ধির ছাপ তেমন নাই; সংসারে ক্রটির জন্ত সর্ব্বদা অন্তের উপরে দোষ দিবার জন্ত ব্যগ্র; অদৃষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া চাকররা পর্য্যন্ত তাহাকে

একস্‌-প্রয়েট করিতেছে—এই রকম তার ভাবটা। মিনির প্রণয়ীকে দেখিয়া প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।]

মিনির মা। আর তো পারিনে আমি।

মিনির প্রণয়ী। আজ মিনির জন্মদিন! ওরকম করেছেন কেন?

মিনির মা। জন্মদিনেই যে বেশী ক'রে মনে প'ড়ে যায়।

মিনির প্রণয়ী। সেই বাতের ব্যাথাটা বুঝি!

মিনির মা। মিনির বয়স গো! জন্মদিনে তার বয়স কত হ'ল মনে রাখো?

মিনির প্রণয়ী। ওটা আপনার ভুল মাসিমা! মানুষের বয়স প্রতিদিনই বাড়ে—শুধু জন্মদিনকে দোষ দিলে চলবে কেন?

মিনির মা। তবে? স্বীকার করলে তো! এখন একটা বর খুঁজে দাও! ওর কি বিয়ে দিতে হবে না?

মিনির প্রণয়ী। আমি মিনিকে এতক্ষণ সেই কথাই বোঝাচ্ছিলাম।

মিনির মা। তোমার হাতে বর আছে?

মিনির প্রণয়ী। আপাতত একটি আছে।

মিনির মা। দেখতে শুনতে কি রকম?

মিনির প্রণয়ী। অনেকটা আমার মত।

মা। পড়াশুনা কতদূর করেছে?

প্রণয়ী। আমার সঙ্গে বরাবর প'ড়েছে।

মা। তবে তো ছেলেটি ভাল

প্রণয়ী। আমারও সেই ধারণা।

মা। মিনি কি বলে?

প্রণয়ী। কিছুই বলে না।

ইহাতে মিনির মা পুনরায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন

প্রণয়ী। আবার হ'ল কি আপনার?

মা। আর বাবা, এখন প্রাণটা গেলেই বাঁচি।

প্রণয়ী। সেই ফিকের ব্যাথাটা বুঝি! আপনি বসুন, আমি মালিশের ওষুধটা নিয়ে আসি।

তাহার সিঁড়ি দিয়া দ্রুত দোতালায় প্রস্থান; পাশের দরজা দিয়া অত্যন্ত বিব্রত ও বিবর্ণ মিনির প্রবেশ সে আসিয়াই একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল

মিনি। মাগো কি হবে?

মা। কি হ'ল।

মিনি। সর্ব্বনাশ হয়েছে!

মা। ওসব কি অলুক্ষণে কথা! কি হ'য়েছে খুলেই বল্ না—

মিনি। অর্জ্জুনের মাথা ফেটেছে।

মা। অর্জ্জুন? কোন্ অর্জ্জুন? অর্জ্জুন চৌধুরী?

মিনি। তা জানিনে।

মা। তা জানিনে? তবে কে? সুব্রতর ভাই?

মিনি। না! যুধিষ্ঠিরের ভাই।

মা। যুধিষ্ঠিরের ভাই? কি যে বলিস্!

মিনি। বলবো আর কি? যুধিষ্ঠিরের ভাই—পাণ্ডুর ছেলে—দ্রৌপদীর স্বামী! মহাভারত কি ভুলে গেলে নাকি?

মা। তাতে তোর কি হয়েছে?

মিনি। তাদের যে আজ এখানে অভিনয় করবার কথা ছিল!

মা। আমি বুঝতে পারলাম না।

মিনি। তবে এই শোন।

এই বলিয়া সে একখানা টেলিগ্রাম খুলিয়া পাঠ করিয়া
ঝুঝাইয়া দিতে লাগিল।

এই মাত্র টেলিগ্রাম পেলাম। অভিনেতার দল বরুইপুর থেকে মোটরবাসে আসছিল—মাঝখানে বিষম য়্যাক্সিডেণ্ট হ'য়ে অনেকেই আঘাত পেয়েছে—বিশেষ ক'রে অর্জ্জুনের মাথা ফেটে গিয়েছে, তারা আজ অভিনয় করতে পারবে না—

এখন আমি কি করি?

মা। আমিই বা কি করবো! তখনই বললাম, ওসব নাটক-ফাটকের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। এখন! এতগুলো ভদ্রলোক ডেকে এনে! এখন তাদের কি বলা যয়!

মিনির প্রণয়ীর প্রবেশ

প্রণয়ী। মাসিমা, আপনার মালিশের ওষুধটা পেলাম না। তার বদলে এই জাম্বাকের কৌটা—

এতক্ষণে সে মাতা ও কন্তার মুখ লক্ষ্য করিা বলিয়া উঠিল

কি হ'য়েছে আপনাদের?

মা। হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু!

মিনির হাতে টেলিগ্রামখানা দেখিল, সেই টেলিগ্রামখানা
পড়িয়া ও মর্ম্ম বুঝিয়া

প্রণয়ী। তাই তো—এ যে বড় মুস্কিল হ'ল! আচ্ছা মিনি, তোমার কি মনে হয়? ওরা কি কেউ আসতে পারবে না?

মিনি। অর্জ্জুনের যে মাথা ফেটেছে।

প্রণয়ী। সেজন্য ভাবি না—আমি অর্জ্জুন সাজতাম। আমি যে লক্ষ্যভেদে আবদ্ধ, অর্জ্জুনের পরীক্ষা তার চেয়ে কঠিন ছিল না!

মা। আমি তখনই নিষেধ করেছিলাম! এখন এতগুলো ভদ্রলোককে

ডেকে এনে! আমার মরণ হ'লেই বাঁচি! তোমরা যা হয় করো—আমি চললাম। আমাকে এর মধ্যে জড়াতে পারবে না বলছি।

মিনির মায়ের প্রস্থান

মিনি। এখন কি হবে?

প্রণয়ী। অভিনয় হবে!

মিনি। করবে কে?

প্রণয়ী। আর একদল।

মিনি। কোথায় তারা?

প্রণয়ী। এখনই এল বলে। তুমি চিন্তা ক'রো না, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। অতিথিরা কে কে আসবেন একটা তালিকা করা হয়েছিল না! সেই তালিকাখানা দেখি!

মিনি। এখন যদি ব্যবস্থা ক'রে চালিয়ে দিতে পারো—তবে পরে তোমার সেই কথাটা শুনবো।

প্রণয়ী। কথাটা আগে হয়ে গেলে হ'ত না! তার পরে বেশ ধীরে সুস্থে কাজ করা যেত!

মিনি। না!

প্রণয়ী। আচ্ছা তবে থাক্। ভাল ক'রে একবার তালিকাখানা দেখি।

মিনি। কি করবে তুমি? আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারছি না!

প্রণয়ী। মনের কথাই যদি বুঝতে পারবে—তা হ'লে কি আমার এই দশা হয়! একটু বসো—আমি ভাবি।

একটু পরে

দেখ, এক কাজ করতে হবে! আমি এই তালিকায় যাদের নামে

দাগ দিয়ে দেবো তাদের নিয়ে অভিনয়ের জন্য যে ষ্টেজ বাঁধা হয়েছে, তার উপর বসাতে হবে।

মিনি। কেন?

প্রণয়ী। তারাই অভিনয় করবে।

মিনি। কি যে বল?

প্রণয়ী। ঠিকই বলছি। আর বিশেষ এর উপরে আমার সেই কথাটা যখন নির্ভর করছে, তখন বেশ ভেবে চিন্তেই বলছি।

মিনি। আচ্ছা না হয় বসানো হ'ল। তারা কি করবে?

প্রণয়ী। অভিনয় করবে।

মিনি। তারা কি অভিনেতা?

প্রণয়ী। কবির কথা মনে নেই? সংসারটাই রঙ্গমঞ্চ, আর মানুষ মাত্রেই অভিনেতা?

মিনি। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রণয়ী। তোমার এখন বুঝে দরকার নেই। আমি যখন মেয়র আর অন্য অতিথিদের বুঝিয়ে দেব—তখন শুনো।

মিনি। কিন্তু কাদের নিয়ে ষ্টেজের উপর বসাতে হবে?

প্রণয়ী। হ্যাঁ—সেটা ভাল ক'রে জেনে নাও। বরঞ্চ একটুকরা কাগজে লিখে নাও। সম্পাদককে বসাবে; আর বসাবে অধ্যাপককে—আর এই রাজনীতিকে—এই যে একজন ডাক্তারও আছেন; বেশ হয়েছে, এঁকেও; বাঃ বাঃ, তোমার ভাগ্য খুব ভাল—সাহিত্যিক আছেন, সিনেমাডিরেক্টার আছেন; এঁদেরও; আর সর্ব্বশেষে এই আধুনিক নারীকে!

মিনি। তার পরে?

। তার আগে কি শুনে নাও।. ষ্টেজের উপরে তোমার বা আমার

যাওয়া চলবে না। তোমার কোন কর্মচারী দিয়ে এই সাতজনকে অভ্যর্থনা করিয়ে ষ্টেজে নিয়ে বসাতে হবে। সে বল্‌বে—অন্য অতিথিরা এখনও এসে পৌছাননি—আপনারা দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা করুন। বলে, পান-সিগারেট প্রচুর পরিমাণে রেখে দেবে।

মিনি। বলছো যখন ক'রবো,—কিন্তু

প্রণয়ী। কিন্তু কি, সেই কথাটি শুনবে না? তা' যা ইচ্ছে হয় করো। আর শোন—এই যে সাতজনের কথা বললাম, তাদের সঙ্গে যেন অন্য অতিথিদেব দেখা না হয়।

মিনি। আচ্ছা।

প্রণয়ী। আচ্ছা নয়! তুমি যাও, সব বলে এস। চট ক'রে ফিরবে। আমি মেয়র আর অন্য অতিথিদের নিয়ে আসছি। তুমি এলে দু'জনে মিলে তাঁদের উপরে নিয়ে যাবো। যাও!

মিনি। আচ্ছা!

[দুজনে দুদিকের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল; প্রণয়ী অতিথিদের লইয়া না ফেরা পর্য্যন্ত রঙ্গমঞ্চ নির্জ্জন থাকিবে; মিনিট দুই সময়; তাঁরা প্রবেশ করিলে বিপরীত দিকের দ্বার দিয়া সঙ্গে সঙ্গে মিনিও প্রবেশ করিবে; মিনির প্রণয়ীর মেয়র, ক্রিটিক, প্রকাশক ও রিপোর্টারগণের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ]

মেয়র। তবে তো আপনাদের বড় মুস্কিল হ'ল।

প্রণয়ী। আমাদের মুস্কিলের জন্য ভাবছি না—আপনাদের ডেকে এনে লজ্জায় পড়েছি।

রিপোর্টার। আচ্ছা—লোকটার মাথাটা কি খুব বেশী জখম হয়েছে?

। সংবাদ তো তাই এসেছে।

রিপোর্টার। বড় দুঃখের কথা—

প্রণয়ী। দুঃখের কথা বই কি! তার উপরেই পরিবার প্রতিপালনের ভার ছিল।

রিপোর্টার। আমি সেজন্য ভাবছি না। এমন একটা সুযোগ গেল একখানা ফটোগ্রাফ নেওয়া হ'ল না। এসব বিষয়ে আমাদের দেশ এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে! আমেরিকা হ'লে দেখতেন!

ক্রিটিক। নাটক নাই হ'ল, সেজন্য দুঃখ করিনে, কিন্তু দেখবার ইচ্ছা ছিল ওদের পারস্-পেক্‌টিভের জ্ঞান কি রকম!

প্রণয়ী। একেবারে দুঃখিত হবার কারণ নেই। আমরা যা হো'ক একটা খাড়া করে তুলেছি!

মেয়র। বলেন কি! আপনারা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন দেখছি!

প্রণয়ী। এমন কিছু অসম্ভব নয়। আমাদের পাড়াতেই একটা অভিনয়নের দল আছে। এমার্জেন্সি হলে খবর দিতেই তারা রাজি হয়েছে!

ক্রিটিক। য়্যামেচার?

প্রণয়ী। নেহাৎ য়্যামেচার!

ক্রিটিক। রাইট! আমার অনেকদিন থেকে ধারণা আছে যে, য়্যামেচার আর প্রফেশন্যাল অভিনেতাদের মধ্যে য়্যামেচারদের পারস্-পেক্‌টিভ জ্ঞান বেশী ডেভেলাপ্‌ড্! আজ পরীক্ষা করতে হবে।

মেয়র। নাটকটার নাম কি?

প্রণয়ী। "মোটেই নাটক নয়!"

মেয়র। তার মানে?

প্রণয়ী। কাটতি হবে না বলে আশঙ্কা করছেন ?

প্রকাশক। আমাদের বাঁধা খদ্দের—কর্পোরেশনের সাহায্যপ্রাপ্ত লাইব্রেরীগুলো।

মেয়র। কর্পোরেশনের টাকায় বাংলা বই কেনা হয় ! মাই গড !

বিস্মিত হইয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন

ক্রিটিক। সময় হয়নি কি ?

প্রণয়ী। হ'ল ব'লে ! আধ ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক করতে হ'য়েছে, কাজেই বুঝতে পারছেন, প্রোগ্রাম ছাপা হয় নি।

ক্রিটিক। মুখে ব'লে দিন না—

সকলে তার কথা লিখিয়া লইতে লাগিল ; মেয়র ও প্রকাশক কিছু লিখিল না

প্রণয়ী। এক অঙ্কের নাটক ; দৃশ্যটি সম্পাদকের বৈঠকখানা ; পাত্র-পাত্রী এতে সব শুদ্ধ সাতজন। সম্পাদক, অধ্যাপক, রাজনীতিক, ডাক্তার, সাহিত্যিক, সিনেমা-ডিরেক্টার আর আধুনিক নারী, আর নাটকের নাম তো আগেই ব'লেছি—"মোটেই নাটক নয়।"

ক্রিটিক। পাত্রদের কারও নিজের নাম নেই ?

প্রণয়ী। হয়তো আছে। কিন্তু নাট্য-ব্যাপারে তারা বিশিষ্ট ব্যক্তি নয়—এক একটি টাইপ মাত্র। নাট্যকার একে টাইপ-ড্রামা বলেছেন।

ক্রিটিক। ইম্‌পসিব্‌ল্ !

প্রণয়ী। মিস্ সোম, সব প্রস্তুত হয়েছে কি ?

মিনি। সমস্ত তৈরী, এবার গেলেই হয়—

প্রণয়ী। চলুন, যাওয়া যাক্ !

ক্রিটিক। চলুন !

রিপোর্টার। দেখুন, আমি সব নোট ক'রে নিয়েছি। কেবল দরজা জানালাগুলোর রংটা দেশী কি বিলিতি ধ'রতে পারিনি।

প্রণয়ী। [মেয়রকে] চলুন, উপরে যাওয়া যাক্।

মেয়র। [চলিতে চলিতে] চলুন। [দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে] কর্পোরেশনের টাকায় শেষে বাংলা বই কেনা হ'চ্ছে! ভগবান্!

সকলের দোতালার সিঁড়ি দিয়া উপরে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মিনিদের বাড়ীর দোতলায় অভিনয়ের জন্ম যে ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছিল সেই ষ্টেজ। একটি বৈঠকখানা ঘরের দৃশ্য; চেয়ার, টেবিল, গদি-আঁটা কোচ প্রভৃতি; একদিকে দেয়ালে একখানা বড় আয়না; বিদ্যুতের আলো জলিতেছে; টেবিলের উপরে পান ও সিগারেট; দু'দিকে দুই দুই, চারিটী দরজা; বাম দিকের একটী দরজা দিয়া সম্পাদক ও ডাক্তার প্রবেশ করিল। (১) সম্পাদকের বয়স পঞ্চাশের কাছে; মাথার মাঝখানে টাক, চারিদিকে কাঁচা পাকা চুল; গোঁফ দাড়ি কামানো; মুখে বসন্তের দাগ ও নির্ব্বুদ্ধিতা; ওষ্ঠাধরে কৃপামিশ্রিত একটি হাসি—যে-হাসিদ্বারা তিনি সাব্-এডিটারদের ধন্ত করেন; জগৎশুদ্ধ লোককে সাব্-এডিটার মনে করা তাঁর অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; গায়ে খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর; সম্পাদক দাঁড়াইলে মৃদঙ্গাকার, বসিলে পিরামিড।

(২) ডাক্তারের বয়স চল্লিশের দু-এক বছর এদিক ওদিকে; শরীর ও বুদ্ধি দুইই নিরেট; সুট পরিহিত; কোটের পকেট হইতে ষ্টেথোস্কোপের ডগা দেখা যাইতেছে; টাক না পড়িলে ডাক্তারের ডাক হয় না—এই মহাজনবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তিনি টাকের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন; ঘন চুলে টাকের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া টাক নিবারক বিখ্যাত এক তৈল ব্যবহার করিতেছেন—ফলে টাকের আভাস দেখা গিয়াছে; স্বয়ং ডাক্তার না হইলে এমন উপায় কে ভাবিতে পারিত! গলার কাছে কোটের উপর দিয়া শার্টের কলার তুলিয়া দেওয়া; জগৎশুদ্ধ লোককে ইনি রোগী মনে করেন।

[এহেন সম্পাদক ও ডাক্তার প্রবেশ করিল ; ষ্টেজে কেহ কোথাও নাই ; যে ভৃত্য তাদের অভ্যর্থনা করিয়া এখানে আনিয়াছিল, সে তখনো নেপথ্যে ছিল ; সম্পাদক তার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ।]

সম্পাদক। কি হে আর সকলে গেলেন কোথায় ?

নেপথ্যচারী ভৃত্য। আপনারা দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা করুন, সকলে এলেন ব'লে।

সম্পাদক। অপেক্ষা ক'রবো—তাতে আবার দয়া কিসের ! আমরা বসেছি—তুমি যাও, আমাদের জন্য ভাবতে হবে না।

ডাক্তার। এই যে প্রচুর পান সিগারেট রয়েছে—আবার ভাবনা কিসের ?

সম্পাদক। এসো ডাক্তার, বসা যাক্ !

বসিবার পূর্ব্বে দুই জনে পান খাইয়া সিগারেট ধরাইলেন ; কল্কে
যে ভাবে দুই হাতে চাপিয়া টানে—সম্পাদক সেই
ভাবে সিগারেট ধরিয়া টানিতে লাগিলেন

সম্পাদক। [অনেকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া আরামে] আঃ—ধূমাৎ বহ্নি।

ডাক্তার। ঠিক বলেছেন—জঠরানলের ধোঁয়া নাক মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে !

সম্পাদক। আমরা সম্পাদক—আগুন জ্বলছে আমাদের মস্তিষ্কে। সেখানে বিশ্বকর্ম্মার কারখানা চ'লছে, নিরন্তর ভাঙা-গড়া, প্রতিদিন নূতন নূতন সৃষ্টি ; সেই উত্তাপে ব্রহ্মতালু শুকিয়ে টাক প'ড়ে গেল—দেখছ না !

ডাক্তার। তা হবে যার যেথানে আগুন ! আপনাদের মাথায়, আমাদের জঠরে, আর—

সম্পাদক। সাহিত্যিকদের হৃদয়ে।

[এমন সময় সাহিত্যিক প্রবেশ করিল: দীর্ঘাকার, ছিপ্ছিপে গড়ন; ব্যাকরণ-বিরোধী না হইলে বলিতাম "তন্বী",; সূক্ষ্ম মূল্যবান ধুতি, পাঞ্জাবী; চাদরখানা পাট করিয়া কাঁধের উপর দিয়া বুকের দিকে ঝোলানো, পায়ে লাল রংয়ের দামী বিদ্যাসাগরী চটি; বিদ্যাসাগরের পায়ে যে চটি সাদাসিধে জীবন যাপনের আদর্শ ছিল—বহুমূল্য হইয়া উঠিয়া তাহা এদের দ্বারা প্রতিমুহূর্ত্তে পদদলিত হইতেছে; মুখে অপ্রস্তুতের হাসি; কেন ভগবান একজোড়া পাখা দিলেন না সেই নালিশের ভাবটা সর্ব্বদা; পাখা না দিলেও প্রচুর টাকা তো দিতে পারিতেন; দুটাতেই ওড়ায় ও ওড়ে; সাহিত্যিক কথাবার্ত্তা অত্যন্ত মাপিয়া বলেন; অমূল্য বাণীর অকাতর বিতরণ কি উচিত?]

সম্পাদক। আরে, আরে, এসো সাহিত্যিক, তোমাদের কথাই হ'চ্ছিল

সাহিত্যিক। কি কথা?

সম্পাদক। এই ডাক্তারকে বোঝাচ্ছিলাম যে, সাহিত্যিকরা হ'চ্ছে অত্যন্ত ভাবাকুতি প্রধান, যার বাংলা হ'চ্ছে ইমোশনাল—

সাহিত্যিক। আমরা সে সাহিত্যিক নই। বঙ্কিমের সময় সাহিত্যিকরা ছিল কর্ম্মযোগী, রবীন্দ্রনাথের হ'চ্ছে ভক্তিযোগ; আর আমরা সাহিত্যের জ্ঞানযোগী;

ডাক্তার। কথাটা আর একটু পরিষ্কার ক'রে বললে বুঝতে পারতাম!

সাহিত্যিক। ইচ্ছে আছে কিন্তু এখন পারবো না।

সম্পাদক। কেন? সময় নেই?

ডাক্তার। কেন? শরীর খারাপ?

সাহিত্যিক। না। অভিধানগুলো বাড়ীতে ফেলে এসেছি।

রাজনীতিকের প্রবেশ

রাজনীতিক। সে জন্ত ভাববেন না। অভিধানের কাজ সহজ ক'রে এনেছি।

রাজনীতিকের বয়স পঞ্চাশের উপরে; শুষ্ক শীর্ণ; খদ্দরের
ধুতি, পাঞ্জাবী, হাতকাটা জহরলালী ওয়েষ্ট কোট ও
টুপি; হাতে ফোলিওকেস

সম্পাদক। আরে রাজনীতিক যে, আসুন, আসুন! আপনারা বোধহয় পরিচিত নন, পরিচয় করিয়ে দি—ইনি প্রসিদ্ধ রাজনীতিক; আর ইনি সাহিত্যিক – ইনি ডাক্তার।

রাজনীতিক। আপনি সাহিত্যিক? বেশ, বেশ! আপনাকে আমার দরকার আছে। আর ডাক্তারবাবুকেও আমার দরকার। ডাক্তারবাবু, আপনি কোন্ কলেজ থেকে পাশ ক'রেছেন?

ডাক্তার। মেডিক্যাল কলেজ—আর ল' কলেজ।

রাজনীতিক। তার মানে?

ডাক্তার। তার মানে আমি এম, বি; বি, এল।

রাজনীতিক। এম, বি; বি, এল; একসঙ্গে ডাক্তার-উকীল। হঠাৎ এমন খেয়াল হ'ল কেন?

ডাক্তার। হঠাৎ হয়নি মশায়, অনেক ঠেকে হ'য়েছে—

রাজনীতিক। কি রকম?

ডাক্তার। ডাক্তারী পাশ ক'রে প্র্যাকটিস্ সুরু ক'রে দেখলাম—সর্ব্বনাশ! সর্ব্বদা বিষ আর ছুরি নিয়ে কারবার। আর কথায় কথায় রুগীর পকেটমারা। আসল পকেটমারা কেবল টাকাই নেয়, পরিবর্ত্তে বিষ কিংবা ছুরি চালায় না? ভাবলাম এমন "সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে—"

সম্পাদক। ডাক্তার, সাবধান! 'পরিস্থিতি' শব্দে সাংবাদিকদের কপিরাইট! ওটা ব্যাবহার ক'রো না।

ডাক্তার। আচ্ছা মেনে নিলাম। বুঝলেন—ভাবলাম দেশের আইন জেনে রাখা ভাল—কোন্ দিন কি বিপদে পড়ি, তাই ল' পাশ করে বি, এল হলাম—

রাজনীতিক। এখন প্র্যাকটিস করেন কোন্‌টা? ডাক্তারী, না ওকালতি?

ডাক্তার। ও দুটোর কোনটাই নয়!

রাজনীতিক। তবে?

ডাক্তার। মাদুলী দিয়ে থাকি।

সকলে। মাদুলী!

ডাক্তার। এতে বিস্মিত হচ্ছেন কেন? ফলে দুটোতেই সমান হয়। উপরন্তু এক হিসেবে মাদুলী শ্রেষ্ঠ।

সকলে। কি হিসাবে?

ডাক্তার। ওতে রুগী কখনই মরে না।

রাজনীতিক। এই বৈজ্ঞানিক যুগে শেষে মাদুলী!

ডাক্তার। কথাটা ঠিকই বলেছেন। এবার ভাবছি বৈজ্ঞানিক মাদুলী ধরবো।

রাজনীতিক। বৈজ্ঞানিক মাদুলী? সেটা আবার কি?

ডাক্তার। আজ্ঞে, Quantum theory!

রাজনীতিক। ওঃ বুঝেছি।

ডাক্তার। বুঝবেনই তো! ওই জন্যই তো ওর নাম বৈজ্ঞানিক মাদুলী। যতই সন্দেহ থাক, যতই অসম্ভব হোক, একবার Quantum Theory-তে ফেলতে পারলে আর কোন প্রশ্ন, আর কোন সংশয় থাকে না।

সম্পাদক। ডাক্তার, তোমার যেমন নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি—তুমি রাজনীতিতে ঢুকে পড়ো।

ডাক্তার। রাজনীতি আর জার্নালিজম্ শেষ উপায় ব'লে রেখে দিয়েছি, হাত পাকলেই ঢুকবো।

সাহিত্যিক। ডাক্তারী, সায়েন্স, রাজনীতি আর জার্নালিজম্, এই চার স্তম্ভের উপরে ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানের মত বর্ত্তমান জগৎ বিধৃত হয়ে রয়েছে—

ডাক্তার। আর বিনয় ক'রে যেটুকু উহ্য রাখলেন সেটুকু—সেই শূন্যোদ্যানের আকাশ-কুসুম হচ্ছে সাহিত্য।

সাহিত্যিক। ভুল করলেন। আমরা ফুলের ফসলফলানো সাহিত্যিক নই। সেই শূন্যোদ্যানের লতায় লতায় অলাবুর মত ফলে রয়েছে—

সকলে। কি ?

সাহিত্যিক। অভিধান। আমরা অভিধানিক; আমরা সাহিত্যের জ্ঞানযোগী।

রাজনীতিক। তবে তো আপনাকে আমার চাই-ই। আমি যে একখানা বই লিখ্‌ছি।

সম্পাদক। তাই বুঝি তোমাকে এতদিন দেখিনি। কি বই লিখছ হে ? কবিতা ?

রাজনীতিক। সর্ব্বনাশ ! তার চেয়ে বল না কেন নারীহরণ ক'রে থাকি।

সাহিত্যিক। যে বই খুশী লিখুন না কেন, কিন্তু বাড়ীতে ক'খানা অভিধান আছে আপনার ?

রাজনীতিক। অভিধান কি হবে ?

সাহিত্যিক। কি হবে ? অবাক করলেন। আমার বাড়ীতে

নিরানব্বইখানা অভিধান আছে। আর একখানা হলেই আমি অভিধানের হীরক-জয়ন্তী উৎসব করবো। কার বাড়ীতে ক'খানা অভিধান—তাই দিয়েই তো আমরা আভিজাত্য নির্ণয় করে থাকি।

সম্পাদক। শুনলে তো! এবার বল কি বই লিখছিলে?

রাজনীতিক। এমন একখানা বই যাতে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান হবে।

সম্পাদক। ওঃ বুঝেছি—নিশ্চয় আমার জীবনী।

ডাক্তার। নিশ্চয় মাদুলী-তত্ত্ব—

সাহিত্যিক। অভিধানের আবশ্যকতা—

রাজনীতিক। হ'ল না।

সম্পাদক। বেকার-সমস্যার প্রতিকার।

ডাক্তার। হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার সমাধান।

সাহিত্যিক। বাম-দক্ষিণ সমন্বয়—

রাজনীতিক। হ'ল না।

সম্পাদক। প'ড়ে মরুকগে। নামটা কি বল?

রাজনীতিক। সেই ভালো! আমার বইয়ের নাম, "পন্দ্রহ মিনটমে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা"—[শিক্ষা]

সকলে। তার মানে?

সাহিত্যিক। বুঝেছি—ওটা বুঝি ল্যাটিন ভাষা।

রাজনীতিক। কিযে বলছেন—ওটা ভরতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা; এই রাষ্ট্রভাষা না শিখেই বাঙালীর আজ এই দুর্দ্দশা! রাষ্ট্রভাষা আয়ত্ত করতে পারলেই—"বাঙালী আবার ভারত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

সকলে। অসম্ভব!

রাজনীতিক। অসম্ভব কথাটা কেবল নির্ব্বোধদের অভিধানেই পাওয়া যায়।

সাহিত্যিক। ওসব উনবিংশ শতাব্দীর প্রবাদ ছেড়ে দিন। নেপোলিয়ঁন আর আর কখানা অভিধান দেখেছিলে? আমার নিরানব্বই-খানার প্রত্যেকখানাতেই অসম্ভব শব্দ আছে।

রাজনীতিক। তাতে আমার উক্তি কেবল নিরানব্বই বার সমর্থিত হ'চ্ছে। ধরুন, মাড়োয়ারীরা ব্যবসায়ে আমাদের ঠকাচ্ছে—তার কারণ, আমরা রাষ্ট্রভায়া জানি না। দোকানে গিয়ে বাংলা বলি তারা বাঙালী বলে বুঝে ফেলে—অমনি ঠকায়। আমরা যদি দোকানে গিয়ে রাষ্ট্রভাষা বলি—তারা নিজেদের লোক মনে ক'রে আর ঠকাবে না।

ডাক্তার। আর যখন বাঙালী দোকানদার ঠকাবে।

রাজনীতিক। তখন রাষ্ট্রভাষাই রক্ষা করবে। বাঙালী দোকানদার আপনার মুখে রাষ্ট্রভাষা শুনে আপনাকে বিদেশী মনে করবে। বাঙালী দোকানদার বাঙালী ছাড়া আর কাউকে ঠকায় না—তাদের এটুকু আভিজাত্য বোধ আছে। এইজন্য বলছি, রাষ্ট্রভাষা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। চাই আমাদের রাষ্ট্রভাষা—

অধ্যাপকের প্রবেশ; বয়স পঞ্চাশ; পার্শী ধরণের কোট
গায়ে; দীর্ঘাকৃতি, মুখে সপ্রতিভ হাসি

অধ্যাপক। চাই বেয়াদপি, চাই আহাম্মুকি—

ডাক্তার। তার কি কিছু কম হয়েছে?

সম্পাদক। আরে অধ্যাপক যে! আসুন! এত দেরী হ'ল যে—

অধ্যাপক। একটু দেরী হ'য়েছে আর অমনি রাষ্ট্রভাষা নিয়ে প'ড়ে গিয়েছেন! বাঙালী কিসে ডরায়! 'বাড়তির পথে' চ'লেছে বাঙালী।

ওতে কিছু হবে না! মার পাঁয়জোর; পাঁচ পাঁচ জুতি; ইয়োরা-মেরিকার বাজারে ছাড়ো নয়া নয়া বুলি—দেখতে পাবে বাপের বেটা বাংলা দেশ উঠছে জেগে। শালা!

রাজনীতিক। শালা! সে আবার কি?

অধ্যাপক। ওটা হচ্ছে নয়া বাংলার জাতীয় বুলি, রাষ্ট্রভাষায় যাকে বলে—Slogan। এই বুলি গোটা হিন্দুস্থান বাংলা দেশের কাছে থেকে ধার ক'রে নিয়েছে।

সম্পাদক। সে তো বুঝলাম—ইনি বল্‌ছেন যে রাষ্ট্রভাষা ছাড়া দেশের সমস্যার সমাধান হবে না।

অধ্যাপক। 1905! 1905!

রাজনীতিক। বড়বাজার, না সাউথ?

অধ্যাপক। তার মানে?

রাজনীতিক। ওটা তো ফোনের নম্বর?

অধ্যাপক। ওটা একটা তারিখ।

রাজনীতিক। কিসের তারিখ?

অধ্যাপক। তারিখ-ই-পাঁয়জোর।

রাজনীতিক। বুঝলাম—ওটা তো বাংলা হ'লো। এবার ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিন।

অধ্যাপক। ওই তারিখটা হচ্ছে হিন্দুস্থানের বুকে বাংলা দেশের ভৃগুপদচিহ্ন! এই পদাঘাতের অপমানের গৌরবে হিন্দুস্থান একদিন জেগে উঠেছিল।

রাজনীতিক। জেগে উঠেছিল তো আবার ঘুমালো কেন?

অধ্যাপক। এই জন্তে যে, তারা আমাকে নয়া বাংলার পয়গম্বর বলে স্বীকার করেনি; এই জন্তই যে নয়া বাংলা ধোঁয়া ওড়াতে শেখেনি।

সম্পাদক। কি যে ব'লছেন—আড়াই কোটী টাকার সিগারেট বিক্রী—
—আর আপনি ব'লছেন—

অধ্যাপক। সে ধোঁয়া নয়—কলকারখানার ধোঁয়া—ঘুমিয়ে পড়েছে এই জন্য যে, অভিধানের কেল্লার উপরে গ্রাম্য শব্দের নিশান গাড়তে পারেনি।

সাহিত্যিক। অভিধান-কেল্লার পক্ষ থেকে তাতে আমার আপত্তি আছে।

অধ্যাপক। আপত্তি থাকে তো এগিয়ে আয়। দেখি কেমন বাপের বেটা। আমি নয়া, আমি বেয়াদব, আমি বেইজ্জৎ, আমি জুতা পেটাকরা, দুনিয়ার মতামতকে আমি কলা দেখাতে পারি, আমি বেয়াড়া রকমের তাজা তাজা কর্ম্মের কাজী, এক কথায় আমি ত্যাঁদড়! সাহস থাকে তো এগিয়ে আয়।

ডাক্তার। মশায়, এগোবেন না। সবচেয়ে ভীষণ কথাটা উনি চেপে গিয়েছেন—ওঁর ওজন পাকি আড়াই মণ।

[অধ্যাপক মল্লযুদ্ধে আহ্বান করার রীতিতে দণ্ডায়মান ; এমন সময় অধ্যাপকের সম্মুখের দরজা দিয়া প্রবেশ করিল কেলিকদম্ব সিনেমা কোম্পানীর ডিরেক্‌টার ; বাহুল্য বোধে তার চেহারা ও পোষাকের বর্ণনা দেওয়া হইল না ; বাংলাদেশের যে কোন সিনেমা কোম্পানীর ডিরেক্‌টারকে স্মরণ করিলেই চলিবে। আর অধ্যাপকের পিছনের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন—আধুনিক নারী বা মিস্ বেঙ্গল। এঁর চেহারা ও পোষাকের বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন—কিন্তু প্রয়োজন হইলেই তো আর সব সময়ে সম্ভব হয় না ; সংক্ষেপে এইটুকুই বলিতে পারি, মেডিকেল কলেজের রোগিনী বিভাগ ও জহরলাল পান্নালালের শাড়ি-

অধ্যাপক। এমন কয়দিন লাগবে?

রাজনীতিক। আড়াই দিন।

সম্পাদক। কি রকম? হঠাৎ আড়াই দিন কেন?

রাজনীতিক। বোম্বে থেকে ক'লকাতা এসে পৌছতে আড়াই দিন লাগে!

অধ্যাপক। তার সঙ্গে কি যোগ?

রাজনীতিক। সে যোগ যদি বুঝবেন তো এমন গোলযোগ করবেন কেন? রাষ্ট্রভাষার রহস্য তো ওইখানে!

অধ্যাপক। যদি বাপের ব্যাটা হ'স্ তো খুলে বল্!

ডাক্তার। অধ্যাপকের 'ফ্রিডম অফ স্পীচ' বেশ আয়ত্ত হয়েছে দেখছি।

রাজনীতিক। যে আনকোরা ইংরেজ সিভিলিয়ান বোম্বে নেমে কলকাতাগামী মেলে উঠবার সময় হিন্দি প্রাইমার একখানা—হাতে ক'রে ওঠে—সে কি করে? কল্‌কাতা পৌছতে যে আড়াই দিন সময় লাগে—তাতে হিন্দি শিখে ফেলে। আর হাওড়া ষ্টেশনে নেমে কুলি, আর্দালী আর বাবুর্চির সঙ্গে হিন্দিতে কথা জুড়ে দেয়! এই ঘটনা দেখে আমার মনে সরল রাষ্ট্রভাষা পরিচয় লিখবার আইডিয়া এসেছিল!

ডিরেক্‌টার। হিয়ার! হিয়ার!

সম্পাদক। ডাক্তার। এ বিষয়ে তোমার মতামত কি?

ডাক্তার। আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিক থেকে কিছু বলতে চাই। কথা বলবার সময়ে, আপনারা সকলেই জানেন, মুখ থেকে saliva নির্গত হয়, এবং তা জঠরে গিয়ে পরিপাকের সাহায্য করে। এখন, বাঙালীর মধ্যে অজীর্ণরোগ এ রকম সার্ব্বজনীন যে এটা নিশ্চয় জানবেন কথা বলবার সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে saliva নির্গত হয় না!

সেই জন্য ভাষান্তর গ্রহণ করলে এই জাতিগত অজীর্ণ রোগের হাত থেকে বাঙালী মুক্ত হলেও হতে পারে। আর ভাষান্তর যদি গ্রহণ করতে হয় তবে হিন্দির মত বীররসাশ্রিত ভাষাই গ্রহণ করা উচিত। মনে রাখবেন এ ভাষা হচ্ছে ভীমার্জ্জুনের ভাষা, ঘটোৎকচ জরাসন্ধর ভাষা! এই ভাষা বলবার সময়ে saliva এমন পরিমাণে নির্গত হয় যাতে পরিপাক-ক্রিয়া সুচারুরূপে হয়ে থাকে—এবং তারই ফলে রামলক্ষণ, ভীমার্জ্জুন থেকে আরম্ভ করে—প্রতাপসিংহ জহরলাল অবধির জন্মগ্রহণ সম্ভবপর হ'য়েছে!

রাজনীতিক। হিঁয়ার! হিঁয়ার। ডাক্তারবাবু! আপনি শুধু চিকিৎসকও নন; সাহিত্যিক নিশ্চয়!

ডাক্তার। নেহাৎ মিথ্যা কথা বলেননি! সম্প্রতি গদ্য কবিতা লিখতে সুরু করেছি!

সম্পাদক। রাজনীতিক মনের ভাবকে রাষ্ট্রভাষায় প্রকাশ করা চলবে?

রাজনীতিক। অন্য দেশের লোকের তো চলে—কিন্তু বাঙালীর মনোভাব সম্বন্ধে কিছু নিশ্চয় করে ব'লতে পারি না।

সম্পাদক। আচ্ছা—'অন্ধকারের' রাষ্ট্রভাষা কি?

রাজনীতিক। অন্ধেরা—

ডাক্তার। মথা ঘোরার?

রাজনীতিক। শির ঘুমনা—

ডিরেক্‌টার। দেউলিয়ার?

রাজনীতিক। দিওয়ালিয়া—

সাহিত্যিক। কলসীর—?

রাজনীতিক। গগরা।

আধুনিক নারী। ডালিমের?

রাজনীতিক। আনার—

অধ্যাপক। আচ্ছা! আমি যদি জিজ্ঞাসা করি পুঁই শাকের?

রাজনীতিক। জিজ্ঞাসা করলেই হয়েছে? পুঁই শাকের রাষ্ট্রভাষা নেই।

অধ্যাপক। তবে পুঁই শাক খাবো কি ক'রে?

রাজনীতিক। খাবেন না! পুঁই শাক খেয়েই বাঙালী গেল! কেবল বাত আর সর্দ্দি! কি বলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিকে থেকে কথাটা ঠিক। কিন্তু প্রতিশব্দটা দিতে আপত্তি কি?

রাজনীতিক। প্রতিশব্দটা দিলেই শেষ পর্য্যন্ত পদার্থটি সংগ্রহ করে বসবেন।

ডাক্তার। এ রকম ক'রে কত শব্দ আপনি বাদ দেবেন?

রাজনীতিক। আমার এ বইয়ে একশটির বেশী শব্দই নেই।

সম্পাদক। মাত্র একশটি শব্দ! তা দিয়ে এতবড় রাষ্ট্রের জটিল কাজ চলবে কি ক'রে?

রাজনীতিক। যদি না চলে—জটিল কাজকে সরল ক'রে আনতে হবে। রাষ্ট্রভাষার ফিলজফিটা বুঝ্‌তে পারেননি দেখা যাচ্ছে?

সম্পাদক। সেটা আবার কি?

রজনীতিক। এই একশটি শব্দ হ'চ্ছে অফিশিয়ালি গ্রাহ্য। এর বেশী কথা লোকে যদি বলতে না পারে, অবশ্য সেজন্য প্রথমে পুলিশের এবং আইনের দরকার হবে, তা'হলে ক্রমে ক্রমে দেখবেন লোকের জীবনযাত্রা সরল হ'তে হ'তে ওই একশটি শব্দের পরিমাপে এসে দাঁড়াবে—এই তো হ'চ্ছ আমাদের রাষ্ট্রের আদর্শ—

ডাক্তার। এ যে একেবারে plain living and plain thinking.

রাজনীতিক। Exactly! জটিলতার আরম্ভ তো চিন্তা থেকেই!

সম্পাদক। মশায়, আপনার Intellectual hydrocaphaelous হ'য়েছে।

রাজনৈতিক। ডাক্তার—সেটা কি রোগ ?

ডাক্তার। মানে মাথায় জল জমেছে।

রাজনৈতিক। ওঃ মাত্র এই! তবে শুনুন মহাশয়! মাথায় জল জমার চেয়ে গোবর জমা অনেক বেশি মারাত্মক!

সম্পাদক। একজন সম্পাদককে এমন কথা বল্‌তে সাহস করেন! আপনি দেখছি নেহাৎ বুর্জোয়া!

রাজনৈতিক। আর আপনিই বা কি এমন শ্রমিক!

সম্পাদক। আমরা সরস্বতীর দিন-মজুর! তবে বলি শুনুন, আমরা সম্পাদক, আমরা কোন বিশেষ দলের নই, আবার সব দলেরই।

রাজনৈতিক। মশাই, আপনারা কিছু বুঝছেন! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

সম্পাদক ব্যতীত সকলে। আমরাও কিছু বুঝছি না।

সম্পাদক। তবে বুঝিয়ে দিচ্ছি, শুনুন। এই যে আমার খদ্দরের পাঞ্জাবী দেখেছেন—এটা বুর্জোয়া পোষাক! কারণ এখন আমি বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে আছি।

সকলে। বেশ!

সম্পাদক। এবারে এই দেখুন!

তিনি খদ্দরের পাঞ্জাবী খুলিয়া ফেলিতেই নীচে
একটি গেরুয়া পাঞ্জাবী দেখা গেল

এবারে আমি বৈদান্তিক সন্ন্যাসী! প্রায়ই আমাকে স্বামীজির সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে হয়—তখন আমি গেরুয়াধারী!

সকলে। বেশ—

সম্পাদক। এবারে আবার দেখুন!

গেরুয়া পাঞ্জাবী খুলিয়া ফেলিতেই একটী কাস্তে—হাতুড়ির
ছাপমারা লাল পাঞ্জাবী বাহির হইল

এবারে কি বলুনতো? এবারে আমি কম্যুনিষ্ট! মনুমেণ্টের তলায় চানাচুর চিবোতে চিবোতে যখন শ্রমিকরা এসে দাঁড়ায়—তখন আমি এই পোষাকে বক্তৃতা আরম্ভ করি—কমরেড্‌স! মেরে পিয়ারে ভাই ঔর বহিনো সব—

রাজনীতিক। এযে রাষ্ট্রভাষা! দিন্ দিন্ আপনার পায়ের ধূলো দিন!

সম্পাদক। দাঁড়ান এখনি কি হ'য়েছে! এবারে কি দেখ্‌ছেন?

লাল পাঞ্জাবী খুলিতেই নীচে নামাবলীর দ্বারা
তৈয়ারী পাঞ্জাবী দেখা গেল

এবারে আমি সনাতনীসঙ্ঘের মেম্বর!

ডিরেক্‌টার। আরে এযে নামাবলীর পাঞ্জাবী! বাই জোভ!

সম্পাদক। এই বেশে আমি বক্তৃতা আরম্ভ করি—হিন্দু নরনারীগণ তোমাদের রক্তের মধ্যে কি পঞ্চনদের প্রবাহের মত সেই সনাতন রক্ত প্রবাহিত হচ্ছেনা? হৃৎস্পন্দনে কি ওঙ্কার ধ্বনি শুনতে পাওনা? পাও? তবে ওঠ। জাগ্রৎ হও—প্রাপ্য বরাণ নিবোধত! আমাকে ভোট দাও! আমাকে তোমাদের প্রতিনিধি ক'রে বিলেত পাঠাও! সেখানে তোমাদের বাণী প্রচার ক'রে আসি—আর অমনি ওই সঙ্গে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষাটাও দিয়ে আসি।

সকলে। ব্রেভো! এমন না হ'লে কি আর সম্পাদক?

ডিরেক্‌টার। সম্পাদক মশায়—আপনি স্থানভ্রষ্ট!

সম্পাদক। সে তো জানি। আমার যথাস্থান হয় সপ্তর্ষিমণ্ডলে—নয় মন্ত্রীমণ্ডলে!

ডিরেক্‌টার। আপনার যথাস্থান সপ্তর্ষিনক্ষত্রমণ্ডলেই বটে—তবে সে নক্ষত্র যাকে বলে সিনেমার ফিল্মষ্টার!

রাজনীতিক। এবারে রাষ্ট্রভাষায় যথাস্থান নির্ণয় ক'রে দিন!

সম্পাদক। দেখুন মশায় সত্যিকথা বলি! হিন্দি কখনো রাষ্ট্রভাষা হবেনা।

রজনীতিক। কেন?

সম্পাদক। এতবড় একটা রাষ্ট্রের বিচিত্র আর জটিল প্রয়োজন সাধনের পক্ষে আপনার ওই একশটা শব্দ-ওয়ালা ভাষা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ—

ডাক্তার। আর ত্রিশকোটী লোককে হিন্দি শেখাবেন এত স্কুল কোথায়?

সাহিত্যিক। কেন? রেলের ষ্টেশন গুলো কি নেই?

আধুনিক নারী। আন্তর্জ্জাতিক ভাষা সৃষ্টি করবার চেয়ে অন্তর্জ্জাতিক সহানুভূতি সৃষ্টি করুন—বেশী কাজ হবে!

অধ্যাপক। আপনারা সব যুক্তির মধ্যে যাচ্ছেন দেখছি। আমি বিদ্যাবুদ্ধি তর্কযুক্তির ধার ধারিনা—আমি বলছি বাঙালী কখনো পরের ভাষা হিন্দি শিখবে না—আমরা যে বাঙালী—আমরা যে নয়া, আমরা যে বে-আদব! "এক হাতে মোরা মগের রুখেছি [সম্পাদককে এক ঘুসি] মোগলেরে আর হাতে—[রাজনীতিককে এক ঘুসি] চাঁদ প্রতাপের হুকুমে হঠিতে [সকলে সরিয়া গেল] হ'য়েছে দিল্লীনাথে।" [সকলে পালাইল]

রাজনীতিক। আর বাঙালী ইংরেজী শিখেছে—সেটা বুঝি নিজের ভাষা!

অধ্যাপক। ইংরেজী শিখেই তো এই আত্মপর ভেদবোধ হ'য়েছে!

রাজনীতিক। আচ্ছা মশাই—রাষ্ট্রভাষা কি হবে বলুন তো!

অধ্যাপক। কেন, বাংলা ?

সকলে। বাংলা ?

রাজনীতিক। দেখুন এতে বাঙালীরাই সবচেয়ে বিস্মিত হ'চ্ছে !

অধ্যাপক। তার কারণ বাঙালী এখনো বে-আদব হ'তে পারেনি—এখনো আহম্মুক হ'তে পারেনি—এখনো বকেয়ার ঘাড়ে পাঁচ পঁয়জার লাগাতে পারেনি।

সম্পাদক। অধ্যাপক, তোমার আইডিয়াটা নূতন।

অধ্যাপক। তার কারণ আমিই যে নূতন।

রাজনীতিক। বেশ এ সম্বন্ধে সাহিত্যিক কি বলেন শোনা যাক্—

অধ্যাপক। ভেবে চিন্তে বলবেন মশায় ! একবার কল্পনা করুন পঁয়ত্রিশ কোটী লোক বাংলা বলছে। হু হু করে আপনার বইয়ের এডিশনের পর এডিশন কেটে যাচ্ছে—

সাহিত্যিক। সে কথা ঠিক। কিন্তু পাঁচকোটী লোকের ভাষা ত্রিশ কোটী বিদেশী বলতে আরম্ভ করলে—ভাষাটার কি দুর্দ্দশা হবে ভেবে দেখেছেন ? কিছুকাল পরে আর বাংলা ভাষার চেহারা দেখে চেনা যাবে না।

ডাক্তার। তখনি আমরা যথার্থ ভাবে বলতে পারবো—'আ মরি বাংলা ভাষা !'

রজনীতিক। শুনলেন তো !

অধ্যাপক। ওটা সাহিত্যক-ই নয়, আভিধানিক ! নয়া বাংলার মহাকবি হচ্ছে কালুমিঞা, হোসেন শেখ আর লালন ফকির ? নয়া বাংলার মহাকাব্য হ'চ্ছে ময়নামতীর ঘাট, সোজন বাদিয়ার মাইয়া পড়েছেন এসব ?

সকলে। না।

অধ্যাপক। তা প'ড়বেন কেন! এরা কেতাবী ভাষার কেল্লার উপরে গ্রাম্য শব্দের পতাকা পুঁতে দিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন না! আমি বলছি বাংলা হবে নয়া ভারতের রাষ্ট্রভাষা!

রাজনীতিক। আমি বাংলার দাবী স্বীকার ক'রতে পারলাম না!

অধ্যাপক। বটে! চলা আও।

রাজনীতিক। ওটা যে রাষ্ট্রভাষা হ'ল মশাই! আমার থিওরি হ'চ্ছে শিশুকে যদি কোন ভাষা শেখানো না হয় তবে সে আপনি হিন্দি বল্‌তে শিখবে!

অধ্যাপক। বটে! ওটা রাষ্ট্রভাষা হ'ল! তবে এইবার—চল্যা আয় বাপের বেটা!

রাজনীতিক। যুক্তি প্রয়োগ করুন—

অধ্যাপক। যুক্তি দিয়ে কখনো সমাধান হয়—ধরো ঢিল, মারো জোরে—এই তো বাংলার বাণী! যার নাম হচ্ছে লোষ্ট্রতন্ত্র। আছে সাহস! বাঙালী রাষ্ট্রপতি চায় না, চায় লোষ্ট্রপতি।

রাজনীতিক। সাহস তো পরের কথা! আমি আজ সাড়ে সাত মাস হ'ল অহিংসাব্রত নিয়েছে—মারামারিতে নেই!

অধ্যাপক। তবে?

ডিরেক্টার। কুছ পরোয়া নেহি! দড়ি টানাটানি ক'রে মীমাংসা করুন—আশা করি এটা সহিংস নয়!

অধ্যাপক। বহুৎ আচ্ছা—

ডাক্তার। ওটাও যে রাষ্ট্রভাষা হ'ল।

অধ্যাপক। তাই নাকি? আইও হালার পুত, কাছি টানাটানি করুম। এটা বোধ করি হিন্দি নয়!

ডাক্তার। কিন্তু কাছি কোথায়?

ডিরেক্টার। সম্পাদক মশায়! আপনার চাদরখানা দিন, কাছির কাজ ক'রবে।

ডাক্তার। হিয়ার! হিয়ার! সমুদ্রমন্থনে বাসুকি হ'য়েছিলেন রজ্জু, আর এখানে সম্পাদকের চাদর!

সম্পাদক। দরকার হ'লে আমি মন্দার পর্ব্বতও হ'তে পারি।

[রাজনীতিক ও অধ্যাপক মল্ল-বেশে টাগ-অফ্-ওয়ার করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; দড়ির দুই প্রান্ত দুইজনে ধরিয়া দাঁড়াইলেন—ডিরেক্টার ইঙ্গিত করিলে টান সুরু হইবে; যিনি হারিবেন তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিবার দাবীও হুঁচোট খাইয়া পড়িয়া যাইবে।]

রজনীতিক। হুকুম দিন।

অধাপক। হঃ প্রস্তুত আছি।

ডিরেক্টার। দেখুন, আমি ওয়ান, টু, থ্রি, বললেই আপনারা টানতে সুরু করবেন।

অধ্যাপক। বেবাক্ বুঝছি।

ডিরেক্টার। ওয়ান, টু—

আধুনিকা নারী। (সবেগে ও সাবেগে) থামুন, থামুন! এ আমি হতে দেব না! এ রজ্জু দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল—সেই নন্দন বনের আদিম শয়তান সর্পের কথা···

সাহিত্যিক। ইভের বংশধর না হলে একথা আর কে ভাবতে পারতো!

আধুনিক নারী। "মনে পড়ে গেল—সেই শয়তান এসেছে আজ রজ্জুর রূপ ধরে, রাষ্ট্রভাষার স্বর্ণ আপেল মুখে করে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে কলহ বাধিয়ে দিতে। এতদিন আমরা সম্মিলিত

অধ্যাপক। তা প'ড়বেন কেন! এরা কেতাবী ভাষার কেল্লার উপরে গ্রাম্য শব্দের পতাকা পুঁতে দিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন না! আমি বলছি বাংলা হবে নয়া ভারতের রাষ্ট্রভাষা!

রাজনীতিক। আমি বাংলার দাবী স্বীকার ক'রতে পারলাম না!

অধ্যাপক। বটে! চলা আও।

রাজনীতিক। ওটা যে রাষ্ট্রভাষা হ'ল মশাই! আমার থিওরি হ'চ্ছে শিশুকে যদি কোন ভাষা শেখানো না হয় তবে সে আপনি হিন্দি বল্‌তে শিখবে!

অধ্যাপক। বটে! ওটা রাষ্ট্রভাষা হ'ল! তবে এইবার—চল্যা আয় বাপের বেটা!

রাজনীতিক। যুক্তি প্রয়োগ করুন—

অধ্যাপক। যুক্তি দিয়ে কখনো সমাধান হয়—ধরো ঢিল, মারো জোরে—এই তো বাংলার বাণী! যার নাম হচ্ছে লোষ্ট্রতন্ত্র। আছে সাহস! বাঙালী রাষ্ট্রপতি চায় না, চায় লোষ্ট্রপতি।

রাজনীতিক। সাহস তো পরের কথা! আমি আজ সাড়ে সাত মাস হ'ল অহিংসাব্রত নিয়েছে—মারামারিতে নেই!

অধ্যাপক। তবে?

ডিরেক্টার। কুছ পরোয়া নেহি! দড়ি টানাটানি ক'রে মীমাংসা করুন—আশা করি এটা সহিংস নয়!

অধ্যাপক। বহুৎ আচ্ছা—

ডাক্তার। ওটাও যে রাষ্ট্রভাষা হ'ল।

অধ্যাপক। তাই নাকি? আইও হালার পুত, কাছি টানাটানি করুম। এটা বোধ করি হিন্দি নয়!

ডাক্তার। কিন্তু কাছি কোথায়?

ডিরেক্‌টার। সম্পাদক মশায়! আপনার চাদরখানা দিন, কাছির কাজ ক'রবে।

ডাক্তার। হিয়ার! হিয়ার! সমুদ্রমন্থনে বাসুকি হ'য়েছিলেন রজ্জু, আর এখানে সম্পাদকের চাদর!

সম্পাদক। দরকার হ'লে আমি মন্দার পর্ব্বতও হ'তে পারি।

[রাজনীতিক ও অধ্যাপক মল্ল-বেশে টাগ-অফ্-ওয়ার করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ; দড়ির দুই প্রান্ত দুইজনে ধরিয়া দাঁড়াইলেন—ডিরেক্‌টার ইঙ্গিত করিলে টান সুরু হইবে ; যিনি হারিবেন তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিবার দাবীও হুঁচোট খাইয়া পড়িয়া যাইবে।]

রজনীতিক। হুকুম দিন।

অধ্যাপক। হঃ প্রস্তুত আছি।

ডিরেক্‌টার। দেখুন, আমি ওয়ান, টু, থ্রি, বললেই আপনারা টানতে সুরু করবেন।

অধ্যাপক। বেবাক্ বুঝছি।

ডিরেক্‌টার। ওয়ান, টু—

আধুনিকা নারী। (সবেগে ও সাবেগে) থামুন, থামুন! এ আমি হতে দেব না! এ রজ্জু দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল—সেই নন্দন বনের আদিম শয়তান সর্পের কথা…

সাহিত্যিক। ইভের বংশধর না হলে একথা আর কে ভাবতে পারতো!

আধুনিক নারী। "মনে পড়ে গেল—সেই শয়তান এসেছে আজ রজ্জুর রূপ ধরে, রাষ্ট্রভাষার স্বর্ণ আপেল মুখে করে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে কলহ বাধিয়ে দিতে। এতদিন আমরা সম্মিলিত

দ্বিনাম জাতীয় পতাকার জ্ঞান-বৃক্ষের ছায়ায় বেশ সুখে ছিলাম— শয়তান চায় আমাদের এই স্বর্গ থেকে বহিষ্কার—আনতে চায় আমাদের নামিয়ে—

সাহিত্যিক। প্রভিন্সিয়াল অটোনমির দগ্ধ পৃথিবীতে—

আধুনিকা। এতদিন আমাদের লজ্জা নিবারণ করতো বঙ্গলক্ষ্মীর মোটা খাটো ডুমুরের পাতায়—এখন সে আমাদের পর'তে চায়—

ডাক্তার। বোম্বে আর আমেদাবাদের ক্যালিকো মিলের বসনের উদ্দেশ্য ব্যর্থকারী ছায়াশরীরী বস্ত্র—

আধুনিকা। সেই শয়তান আমাদের শান্তিতে ঈর্ষিত হ'য়ে রক্তপাত-হীন পৃথিবীতে বর্ষণ করতে চায়…

ডিরেক্টার। হিন্দুমুসলমানের ভ্রাতৃঘাতী প্রথম রক্তস্রোত…

আধুনিকা। সে চায় আমরা অনায়াস-লব্ধ স্বর্গ ত্যাগ করে কোন্ অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে—অজ্ঞাতকুলশীল—

সম্পাদক। অনিশ্চিত ফেডারেশনের স্বর্গের সিঁড়ির অগণিত সোপান ভেঙে উঠতে আরম্ভ করি!

ডিরেক্টার। ব্রেভো! ব্রেভো! মিস বেঙ্গল, আপনিই সেই ইভ।

সম্পাদক। এমন ইভ পেলে সকলেই আদম হ'তে চাইবে।

ডিরেক্টার। আজ আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বটে আদম আর ইভ! তাদের রক্ত আজও আমাদের ধমনীতে ছুটোছুটি করে মরছে—আর সেই সূত্রে আমরা ভাই-বোন্। কি বলেন মিস বেঙ্গল?

সম্পাদক। এ যে আপনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব-বোধে গিয়ে পৌঁছলেন।

ডিরেক্টর। এতে বিস্মিত হ'চ্ছেন কেন? বিশ্বভ্রাতৃত্ব সবচেয়ে সহজ—আর দ্রুত সেই যুগ আসছে! আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি, তার আগে

দুটো কথা বলে নি।—মিস বেঙ্গল আপনার মধ্যে অলৌকিক অভিনয়-প্রতিভা নীহারিকারূপে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, একটু চেষ্টা করলেই সুসংহত হয়ে একটি নক্ষত্ররূপে তা ফুটে উঠবে—যাকে বাংলায় বলে ফিল্মষ্টার!

অধুনিকা। সে ও'কি সম্ভব ?

ডিরেক্টার। সবচেয়ে যা অসম্ভব তাই যখন সম্ভব হয়েছে—

আধুনিকা। সেটা কি ?

ডিরেক্টার। আপনার—সৃষ্টি।

"কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে—ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী—
এ আনন্দচ্ছবি—যুগে যুগে ঢাকা ছিল
অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।"

অধ্যাপক। ওটা কি বাংলা কবিতা আওড়ালেন? তা আজকাল মন্দ কবিতা লেখা হচ্ছে না তো?

ডিরেক্টার। মিস্ বেঙ্গল, এই যে আপনি এখনি কথাগুলি বললেন—এতে আমার কার কথা মনে পড়ে গেল জানেন? কুইন গ্রেটার। গ্রেটা গার্বো! অমন উদ্দীপনাময়ী কথা তো আর কাউকে বল্‌তে শুনিনি।

আধুনিকা। আমি গ্রেটার সমকক্ষ ?

ডিরেক্টার। সমকক্ষ! এক বৃন্তে আপনারা দুটি ফুল! কেবল কথার পরিমাণ কিছু কমিয়ে আনতে হবে, সিনেমাতে অত কথা মানায় না। আচ্ছা এক কাজ করুন তো—এই চেয়ারটায় বসুন; এই কাগজখানা হতে নিন; মনে করুন একখানা প্রেমপত্র এসেছে, পড়লেন কিন্তু পছন্দ হলো না—কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।

এমন সময় শূন্য খাম খানা খস খস ক'রে উঠল—তুলে দেখলেন ভিতরে একখান মোটা টাকার চেক্! বাস্, তখনি মনে এক অপূর্ব্ব অনুশোচনা! আবার সেই চিঠির টুকরোগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে জোড়া দিতে লাগলেন। সবই পেলেন—কেবল ঠিকানা পেলেন না। তখন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে তীব্র আবেগের সঙ্গে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন "ঠিকানা! ঠিকানা! ওগো ঠিকানা কই!" করুন দেখি—

[মিস বেঙ্গল মূক ভাবের যথাসম্ভব পারদর্শিতার সঙ্গে এই ভাবটি লইয়া অভিনয় করিতে লাগিলেন; ডিরেক্টার প্রয়োজন মত উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং অবশেষে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।]

আধুনিকা। ঠিকানা! ঠিকানা! ওগো আমার প্রিয়তমের ঠিকানা কই!

সকলে। বাহবা! ব্রেভো! ওয়াণ্ডারফুল।

রাজনীতিক। খুবসুরৎ।

অধ্যাপক। মারছস্ পাগলী!

ডিরেক্টার। সম্পাদক মশায়, এবার আপনার কথার উত্তর দিই। বিশ্বভ্রাতৃত্ব যদি কোন প্রতিষ্ঠান প্রমাণ করতে পারে ত কেবল সিনেমা-জগৎ পারবে?

সম্পাদক। সিনেমা?

ডিরেক্টার। হাঁ সিনেমা। ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় অভিনেত্রীদের চেহারা দেখুন—সবাই এক ছাঁদে ঢালা; জন্ম থেকে হয় নি; চর্চ্চার দ্বারা হয়েছে। আবার বড় বড় অভিনেতাদের চেহারা দেখুন—সব এক ছাঁদে ঢালা—চেষ্টার দ্বারা হয়েছে। অভিনেত্রীদের মূল ছাঁদ হচ্ছে—গ্রেটা গার্ব্বো; অভিনেতাদের—ম্যারিস বয়ার। তারপরে দেখুন

সিনেমার দর্শক আর দর্শিকারাও বাড়িতে গিয়ে আয়নার সম্মুখে মুখের ছাঁচকে এই ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা করছে! ইতিমধ্যে অসামান্য সাফল্য হয়েছে। যে-কোন বিলিতী মেয়ের ছবি দেখলেই গার্বোকে মনে পড়ে যায়—যে-কোন পুরুষের ছবি দেখলেই ম্যারিস বয়ারকে মনে পড়ে যায়। আর এ ঢেউ আমাদের দেশেও এসে পৌছেচে। আমি হিসেব করে দেখেছি, পঞ্চাশ বছর এ রকম চললে পৃথিবীর দুশো কোটি অধিবাসীর চেহারা—দুটি মাত্র টাইপে এসে পরিণত হবে। তখন মনে করুন, অন্য কোন গ্রহ থেকে যদি এক জীব আসে তবে সে চেহারার এই সাম্য দেখে পৃথিবীর সব নরনারীকে ভাই বোন মনে করবে। মনে করবে—এরা কোন আদিম দম্পতীর পুত্রকন্যা। বিশ্বভ্রাতৃত্ব আর কাকে বলে?

সাহিত্যিক। অহো মহতী ধারণা।

ডিরেক্টার। আর এই নব বিশ্বভ্রাতৃত্বের জন্ম ইডেন অরণ্যে নয়। পবিত্র এক অরণ্যে যার নাম হচ্ছে হলাউড।

সম্পাদক। আপনি তো কেবল বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাইরের ঐক্যের কথা বললেন! জ্ঞানের ঐক্য করবো আমরা—আমরা যারা জর্নালিষ্ট! আর পঞ্চাশ বছর খবরের কাগজ চললে দেখবেন, এই বিশ্বপরিবারের ভাইবোনদের জ্ঞান এক লেভেলে এসে দাঁড়িয়েছে—সবাই এক কথা বলছে, সবাই এক কথা ভাবছে, সবাই এক পথে চলেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক যুগের কথা পড়েছেন—গোলডেন এজ, কপার এজ, ষ্টোন এজ, ব্রোঞ্জ এজ, আয়রণ এজ—এবারে আসছে পেপার এজ।

রজনীতিক। আপনারা একজন দিলেন চেহারা, একজন দিলেন জ্ঞান—আর এই বিশ্বপরিবারে আমি দেবো ভাষা—আর পঞ্চাশ বছর

এমন চললে সবাই রাষ্ট্রভাষা বলতে আরম্ভ করবে—নইলে পৃথিবীর উন্নতি নেই—

ডিরেক্টার। পৃথিবীর উন্নতি ভাষায় হবে! অসম্ভব!

রাজনীতিক। তবে কিসে?

সম্পাদক। আমি জানি—আমার জীবন-চরিত প্রচারে—

সাহিত্যিক। আমি জানি—আমার কাব্যগ্রন্থ প্রচারে—

অধ্যাপক। আমি জানি—কেতাবী ভাষায় কেল্লায় গ্রাম্য শব্দের প্রবেশে—

ডাক্তার। আমি জানি—পৃথিবীর লোককে আমার ডাক্তারখানায় এনে হাজির করাতে—

সকলে। কেন?

ডাক্তার। চিকিৎসা করে সবগুলোকে মেরে ফেলবো। আর পৃথিবী জনশূন্য হ'লেই পৃথিবী সমস্যাশূন্যও হবে।

আধুনিকা। আমি জানি—আমার পঞ্চাশ লক্ষ ছবির বিতরণে—

ডিরেক্টার। আপনারা কেউ জানেন না।

সকলে। কি রকম?

ডিরেক্টার। কখনো ভেবে দেখেছেন কি? ইউরোপ কেন উন্নত আর ভারতবর্ষ উন্নত নয়? ভেবেছেন? ইউরোপের এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে, যা ভারতের নাই? যা ইউরোপের প্রত্যেক নরনারীর আয়ত্ত, অথচ ভারতের নয়? জানেন?

আধুনিকা। জানি বই কি। লিপষ্টিক—

সাহিত্যিক। জানি বই কি? অভিধান—

রাজনীতিক। জানি বই কি? লিঙ্গুয়া ফ্রাঙকা।

সম্পাদক। জানি বই কি খবরের কাগজ—

অধ্যাপক। জানি বই কি গ্রাম্য ভাষা—যাকে বলে স্ল্যাং—

ডাক্তার। জানি বই কি, জন্মনিয়ণ—

ডিরেক্টার। কিছু জানেন না—কেউ জানেন না—

সকলে। তবে আপনিই বলুন।

ডিরেক্টার। ইউরোপের উন্নতির কারণ নাচ, নৃত্য—যাকে বলে বাংলায় ড্যান্স! ওই একটিমাত্র বস্তুর দ্বারা ইউরোপ আর ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র! নাচ, নৃত্য, ড্যান্স।

সম্পাদক। নাচ?

ডিরেক্টার। আজ্ঞে হ্যাঁ! আমার বাণী ভারতবর্ষ এখনো শুনুক, নাচতে শিখুক! পায়ের বেরি বেরি সারবে, কোমরের বাত সারবে, মনের ঘুণ দূর হবে!

সম্পাদক। সে কি মশায়!

ডিরেক্টার। বিশ্বাস তো হবেই না! আচ্ছা বলুন, ইউরোপ আমাদের চেয়ে এমন বেশী কি আর জানে? আমার কথা এখনো শুনুন—আমি আগামী কংগ্রেস একটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেবো—এতে বোমা নেই, বন্দুক নেই, চরকা নেই, খদ্দর নেই, এতে শ্রমিক নেই, ধনিক নেই; এতে বুর্জোয়া নাই, কম্যুনিষ্ট নাই; যেখানে যে আছেন নাচতে সুরু করুন! আর সে নাচও এমন কিছু নয়—ওয়ালৎস, পলকা আর ফক্স ট্রট্।

এই বলিয়া সে একটি গানের কলি গুন্ গুন্ করিয়া ভাজিতে ভাজিতে হঠাৎ নাচিতে আরম্ভ করিল

আসুন না? আজ এখান থেকেই আরম্ভ করা যাক্। কে আসবেন আসুন!

এই বলিয়া সে এক একজনকে ধরিতে যায়—আর সে পালাইয়া
যায় অবশেষে সে স্থূলকায় সম্পাদককে ধরিয়া ফেলিল

আসুন সম্পাদক মহাশয়! দেশের জন্য নাচা যাক।

সম্পাদক। আহা ছাড়ো।

ডিরেক্টার। ছাড়বে কেন? দেশের জন্য কত জনে কত কঠিন কাজ করছে, জেলে গিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে—আর আপনি নাচাতেও পারবেন না! ধিক্!

সম্পাদক। আহা কর কি!

কিন্তু কে-কার কথা শোনে, ডিরেকটার আড়াইমণি সম্পাদককে জড়াইয়া
ধরিয়া ইউরোপীয় নৃত্যের প্যাঁচে বন্ বন্ করিয়া পাক খাইতে লাগিল

ডিরেক্টার। তরঙ্গে তরঙ্গে নাচে নদী—এক, দুই, তিন, !

সম্পাদক। আহা লাগে যে!

ডিরেক্টার। লাগে লাগুক। মনে রাখবেন, এ নাচ সখের নাচ নয়—তরঙ্গে তরঙ্গে নাচে নদী…এক, দুই, তিন!'

সম্পাদক সশব্দে ছুটিয়া পড়িয়া গেল

ডিরেক্টার। নাঃ আপনি কোন কাজের নন! আসুন দেখি মিস বেঙ্গল!

[তখন মিস বেঙ্গল ও ডিরেক্টার দ্বৈতনৃত্য আরম্ভ করিল; মিস বেঙ্গলের ধাপ ফেলা দেখিয়া বোঝা যায়—এ বিদ্যা তার অনায়ত্ত নয়; দুইজনে বন্ বন্ করিয়া ঘরময় পাক খাইতে লাগিল—অন্যান্য সকলে সম্ভ্রমে ও ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল কিছুক্ষণ পরে উভয়ে পরিশ্রান্ত হইয়া থামিল; তখন সকলে আশ্বস্ত হইল।]

রাজনীতিক। [উত্তেজিত ভাবে] নাচো, নাচো, খুব নাচো। এই

জন্যই বাংলাদেশ আজ ভারতবর্ষের বিদূষকের স্থান অধিকার করেছে। নাচ, গান, সিনেমা, থিয়েটার, খেলা, খেলা আর খেলা! বাঙালীর মত নাচতে আর কেউ পারে না। এখন আর থিয়েটারের নটীদের নাচ বাঙালীর ভাল লাগে না, কলেজের মেয়েদের নাচ চাই। স্কুলের মেয়েদের নাচ চাই! নাচ আর গান; জোরে আরও জোরে; অন্য দেশের কে কি বলছে সে কথা যেন কানে ঢুকতে না পায়। 'নঙ্গাশির বঙ্গালী!' 'কেরানী ঔর গোলাম বঙ্গালী!' কে কি বলছে শুনেও শুনো না। প্রবাসী বাঙালীদের আবার দেশে ফিরে আসবার সময় উপস্থিত, স্বদেশবাসী বাঙালীদের স্বদেশে জায়গা নেই! না—না—এসব দেখেও দেখো না! চোখ দিয়েছ সিনেমাতে বাঁধা; হাত দিয়েছ মাড়োয়ারীকে বাঁধা; মুখ দিয়েছ গজলে বাঁধা; কাণ দিয়েছ রেডিওতে বাঁধা; পা ছুটো খালি আছে—তাই বা খালি থাকে কেন? নাচো—নাচো—খুব নাচো! হিন্দি শিখবে কেন? শিখলে যে বিদেশের গালাগালি বুঝতে পারবে—ওসব না শেখাই ভাল!

ডিরেক্টার। আর মরি তো নাচতে নাচতেই মরবো।

রাজনীতিক। শীঘ্র মরো—ভাঁড়ের নাচ বেশীক্ষণ ভাল লাগে না।

এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সম্পাদকের
কাণে কাণে কি যেন বলিয়া গেল

সম্পাদক। এবার সকলে চলুন! আহারের ডাক পড়েছে। তার আগে আমি একটা কথা বলি। বাঙালীর এত অপদস্থ বোধ করবার কোন কারণ নেই! ভারতবর্ষের সভ্যতার বাঙালীর দান তুচ্ছ নয়, ভারতবর্ষ যদি বাঙালীকে রাষ্ট্রভাষা দেয়—বাঙালী ভারতবর্ষকে দিয়েছে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত।

রাজনীতিক ছাড়া সকলে। হুররে!

সম্পাদক। আর যদি রাষ্ট্রভাষা অন্য প্রদেশের হাত থেকেই গ্রহণ করতে হয় বাঙালী তা বিনা মূল্যে নেবে না—বাঙালী দেবে ভারতের জাতীয়তার অভিযানের যুদ্ধ সঙ্গীত!

অধ্যাপক। সে তো আছেই—বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত—

সম্পাদক। কালক্রমে তাতে ফাটল দেখা দিয়েছে। ও গান এখন অচল!

অধ্যাপক। তবে?

সম্পাদক। আমি বলছি—আপনারা সকলে সারবন্দি হ'য়ে দাড়ান—যেন যুদ্ধক্ষেত্রে চলেছেন।

সকলে তথা দাঁড়াইল

সম্পাদক। উহুঁ হ'ল না—লেডিস্ ফার্ষ্ট!

সেই রকম ভাবেই দাঁড়াইল। সম্পাদক সারির পার্শ্বে নায়কের স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইল

সম্পাদক। মিস বেঙ্গল, আপনার চাবির গোছাটা আমাকে দিন তো।

তথাকরণ

নিন্, এইবার সকলে আরম্ভ করুন! আমি আগে একছত্র গাইবো—আপনারা আমার অনুসরণ করবেন!

সকলে অবহিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল সম্পাদক গাহিতে আরম্ভ করিল

সম্পাদক। 'দূরে থেকে তারে বাসবো ভাল জানতে দেবো না!'

'লেফ্‌ট্, রাইট্, লেফ্‌ট্...'

সকলে মার্চ্চ করিতে করিতে গাহিল

সম্পাদক। 'রাশি রাশি লিখবো চিঠি পোষ্ট করবো না।'

'লেফট্, রাইট্, লেফট...'

[সকলের মার্চ্চ ও গান

সম্পাদক। 'জানালা দিয়ে মারব উঁকি দেখতে পাবে না।'

'লেফট, রাইট, লেফট...'

সকলের মার্চ্চ ও গান

সম্পাদক। 'বাসের পাশে পাশে সাইক্ল চালাবো—বুঝতে পাবে না।

'লেফট, রাইট, লেফট...'

[সকলের মার্চ্চ ও গান; এইরূপে সকলে ষ্টেজটা একবার ঘুরিয়া আসিয়া সম্পাদকের নির্দ্দেশে ধীরে ধীরে সারিবন্দী ভাবে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহারা বাহির হইয়া গেলে যবনিকা পড়িল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[প্রথম অঙ্কেব বর্ণিত হল-ঘব, অভিনয়ান্তে দর্শকগণ অর্থাৎ মেযব, ক্রিটিক, প্রকাশক, বিপোর্টার সবেগে সোল্লাসে প্রবেশ করিলেন, মুখ দেখিয়া মনে হয় এমন নাটক তাঁরা কখনো দেখেন নি।]

মেয়ব। ওয়াণ্ডাবফুল।

ক্রিটিক। একসেলেণ্ট।

প্রকাশক। সুপার্ব।

রিপোর্টাব। গ্র্যাণ্ড।

মেয়ব। কি চমৎকার প্লট।

ক্রিটিক। কি-তীক্ষ্ণ বাক্‌ভঙ্গী।

প্রকাশক। কাঁদিয়ে ফেলে এমন হাস্যরস-

বিপোর্টার। কি সুনিপুন অভিনয়।

রিপোর্টার [illegible] মতামত লিখিয়া লইতে থাকিবে

মেয়ব। বাংলা নাটক বহুকাল দেখিনি—এর মধ্যে নাট্যকলা কতদূর এগিয়ে গিয়েছে—

ক্রিটিক। আপনার এ কথা আমি স্বীকার করতে পারলাম না, এ নাটকখানকে সাধারণ বাংলা নাটকের টাইপ ব'লে গ্রহণ করবেন না—এ একটা অসাধারণ কিছু।

প্রকাশক। ফর্মা-পিছু চার আনা দাম ফেললেও এ বই হু হু ক'রে বিক্রী হ'য়ে যাবে।

ক্রিটিক। একটা বিষয় লক্ষ্য কবেছেন—চিন্তার খোরাক আর হাস্য-রস কেমন কৌশলে মিশিয়ে দিয়েছে।

মেয়র। ওয়াণ্ডারফুল! রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সারগর্ভ আলোচনা।

প্রকাশক। আমি তো অধ্যাপকের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত; বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে!

ক্রিটিক। নাট্যকার যেই হোক, সে এ কথা বুঝেছে, বাঙালী দর্শককে ভাববার কথা বললেই তারা ঘুমিয়ে পড়বে—তাই হাসাতে হাসাতে অজ্ঞাতসারে ভাবিয়ে তুলেছে।

মেয়র। নাট্যকার কে তা আমি ধ'রে ফেলেছি—নিশ্চয় গিরিশ ঘোষ।

প্রকাশক। সে কি। তাঁর তো অনেকদিন তিরোধান হ'য়েছে!

মেয়র। তা হবে! আমাদের সভাতে শোকপ্রস্তাব পাশ না হ'লে কে মরল, আর কে বাঁচল ঠিক থাকে না।

ক্রিটিক। কি বলছেন! গিরিশ ঘোষ? অসম্ভব! এ নাটক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও পক্ষে লেখা অসম্ভব। দেখলেন না এতে চিরকুমার সভার বাক্‌ভঙ্গী কেমন স্পষ্ট!

প্রকাশক। চিরকুমার সভার অনুকরণ করলেও তা সম্ভব হ'তে পারে! আমার দৃঢ় ধারণা, এ রবি মৈত্রের রচনা!

মেয়র। ওয়াণ্ডারফুল! আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবো। আর যদি সত্যি হয়, তাঁর নামে একটা পার্কের নামকরণ করে দেবো!

প্রকাশক। নামকরণ করতে পারেন—কিন্তু দেখা হবে না—

মেয়র। আলবৎ হবে! মেয়র দেখা করতে গেলে দেখা করবে না এমন জীবিত মানুষ কে আছে?

প্রকাশক। ঠিক ধরেছেন। সে অনেক দিন হ'ল মারা গেছে।

ক্রিটিক। ওসব বাজে কথা! এ নাটক শচীন সেনের এবং মন্মথ রায়ের। নাটকের সমালোচনা ক'রে চুল পাকালাম—আমার চোখ এড়ানো সহজ নয়!

মেয়র। দুজনের একসঙ্গে হওয়া সম্ভব নয়।

ক্রিটিক। কেন নয়? একজনে প্লট রচনা করেছে, আর একজনে কথোপকথন লিখেছে। তবে কে কোন্‌টার জন্য দায়ী তা এখন বলতে পারছি না।

মেয়র। দুজনে একসঙ্গে নাটক লিখবে কি মশায়!

প্রকাশক। আপনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে খোঁজ রাখেন না ব'লেই বিস্মিত হচ্ছেন। আমি একখানা যুগান্তরকারী বাংলা নাটকের নাম জানি যা সাতান্ন জনে লিখেছে।

সকলে। সাতান্ন?

প্রকাশক। হ্যাঁ সাতান্ন। থিয়েটারের ম্যানেজার থেকে আরম্ভ ক'রে ষ্টেজের ঝাড়ুদার পর্যন্ত সবাই দু-চার লাইন ক'রে দিয়েছে!

মেয়র। শত্রুরা মিথ্যা বলে যে বাঙালীরা একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ ক'রতে পারে না। কিন্তু তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রন্থের উপরে যার নাম থাকবে সে গ্রন্থখানার লেখক না হ'তেও পারে!

প্রকাশক। বরঞ্চ উল্টোটাই সাধারণ নিয়ম ব'লে ধ'রে নেবেন! গ্রন্থের উপরে যার নাম সাধারণত সে গ্রন্থকার নয়!

মেয়র। এমন জানলে তো আমিও বই লিখতে আরম্ভ করতে পারি।

প্রকাশক। অবশ্যই পারেন। বিশেষ স্কুল-কলেজের টেক্সট বইয়ের গ্রন্থকার হিসাবে যার নাম, নিশ্চয় জানবেন সে বই লেখেনি। যে সব লোক তিন-চার বছর হ'ল মারা গেছেন—প্রতিদিনই তাঁদের নূতন নূতন বই বেরোচ্ছে।

মেয়র। কিন্তু তা হ'লে নাটকের অথার কাকে ঠিক করলেন?

রিপোর্টার। আমি একটা সাজেস্‌শন দিতে পারি!

সকলে। কি? কি?

রিপোর্টার। সেই যে একজন লেখক আছে—নামটা ঠিক মনে আসছে না—যে বার্নার্ড শ'র নকল ক'রে লেখে, আর নিজেকে—

ক্রিটিক। ঠিক নিজেকে বার্নার্ড শ'—মলিয়েরের সমকক্ষ মনে করে কি নামটা যেন—

প্রকাশক। হাঁ, হাঁ, নামটা—

মেয়র। যখন নাম কারোরই মনে আসছে না—তখন নিশ্চই নামকরা লোক নয়—

রিপোর্টার। ঠিক বলেছেন! আমার মনে হয় তারই লেখা!

ক্রিটিক। কি যে বলছেন তার ঠিক নেই! তার নাটক আমি পড়েছি, দেখেছি, সে কি লিখতে পারে? না আছে পারস্পেক্টিভ জ্ঞান, না আছে চরিত্রবোধ, আর না আছে এমন বাক্‌ভঙ্গী!

রিপোর্টার। কিন্তু তার নামটা কি?

ক্রিটিক। নাম যাই হ'ক—লোকটার **Intellectual hydroca-phaelous** হয়েছে!

রিপোর্টার। কথাটা এখনি নাটক থেকে শিখলেন!

ক্রিটিক। অপমান করবেন না মশায়!

রিপোর্টার। কাকে অপমান করলাম?

ক্রিটিক। আমাকে, বাংলা নাটককে, বাংলা দেশকে!

রিপোর্টার। সে কি মশায়?

ক্রিটিক। তবে কেন বললেন যে, আমি বাংলা নাটক থেকে এটা শিখলাম!

রিপোর্টার। তাতে কি হয়েছে?

ক্রিটিক। কি হয়েছে? বাংলা নাটক থেকে কেউ কখনো কিছু শিখেছে?

প্রকাশক। হিয়ার! হিয়ার!

ক্রিটিক। নাটক থেকে কোন দিন কিছু শেখা যায়! নাটক কি স্কুল নাকি?

মেয়র। তবে নাটকের উদ্দেশ্য কি?

ক্রিটিক। আর যাই হোক শিক্ষা দেওয়া নয়। সে জন্য স্কুল আছে, কলেজ আছে, ফ্রি প্রাইমারী স্কুল আছে, ব্রাহ্মসমাজ আছে, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক আছে। নাটক দেবে আনন্দ।

মেয়র। সে যে মস্ত কথা হ'ল।

ক্রিটিক। মস্ত ভেবেই সমস্ত নষ্ট করেছেন!

মেয়র। তবে আনন্দ কি?

ক্রিটিক। আনন্দ যে কি তা একবার বাংলা থিয়েটারে গিয়ে দেখে আসুন। আনন্দ হচ্ছে—অন্ধগায়কের গান, সাধ্বী বারাঙ্গনার উৎকণ্ঠা, গৃহী বারাঙ্গনার নৃত্য, আর নারীর অশ্বারোহী বেশে আবির্ভাব। আনন্দের প্রকাশ হচ্ছে ড্রেসিং গাউনে, হোস পাইপের গঙ্গার অকস্মাৎ অবতরণে; আর সমস্যানাটকের নামে কতকগুলো অপসমস্যার ভেজাল বিতরণে! ওই যে লেখকটার নাম কারো মনে পড়ল না—আমার অবশ্য পড়েছে, কিন্তু ভদ্রলোকের সামনে বলবার মত মরাল কারেজ আমার নেই, সেই লোকটার প্রধান দোষ—সে নাটকে শিক্ষা দিতে চায়! আমার বিশ্বাস, লোকটা স্কুল মাস্টার—তাই দর্শকদের উপরেও মাষ্টারি করতে চায়।

মেয়র। আহা রাগ করবেন না মশায়—আমরা তো ভুলভ্রান্তি করবোই—আমরা যে সাধারণ লোক। আচ্ছা, এই নাটকটাকে আপনি কোন শ্রেণীর মনে করেন?

ক্রিটিক। এ তো মস্ত ট্রাজেডি।

মেয়র। ট্র্যাজেডি!

ক্রিটিক। ট্র্যাজেডি বই কি? বাংলাদেশ আব ভারতবর্ষের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী, তারই পূর্ব্বাভাস!

প্রকাশক। একথা আমার মনে ধরেছে না। এতো নিছক রাজনৈতিক নাটক! মহাত্মাজী আর সুভাষবাবুব দ্বন্দ্ব এর উপজীব্য।

মেয়র। আব আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন—তো বল্‌তে পারি নাটক-খানা রূপক ছাড়া আর কিছুই নয়! জীবাত্মা হচ্ছে অধ্যাপক, আর পরমাত্মা হ'চ্ছে রাজনীতিক, আব সকলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপু।

বিপোর্টাব। ওসব কিছু নয় মশায়! আমার বিশ্বাস, নাটকখানা একটা স্যাটায়ার! আমাদের নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়েছে।

ক্রিটিক। প্লিজ মাইণ্ড ইওর ওন্ বিজনেস্! যে বিষয়ে কিছু জানেন না তা নিয়ে আলোচনা করতে আসবেন না!

রিপোর্টাব। ভেরি সরি!

[মিনি ও মিনির প্রণয়ীর প্রবেশ; তাদের দেখিয়া সকলে আগ্রহাতিশয্যে মুখর হইয়া উঠিল, কে আগে অভিনন্দন জানাইবে, কে কি ভাবে অভিনন্দন জানাইবে—ভাবিয়া পাইতেছে না।]

মেয়র। কনগ্র্যাচুলেশনস্ মিস্ সোম!

ক্রিটিক। বহু ধন্যবাদ!

প্রকাশক। আন্তরিক অভিনন্দন!

রিপোর্টার। চমৎকার!

মেয়র। এমন নাটক আমি জীবনে দেখিনি!

ক্রিটিক। বাংলা নাট্য-জগতে যুগান্তর এনেছে!

প্রকাশক। একরকম নাটক প্রকাশিত হ'লে সাহিত্যে বিপ্লব উপস্থিত হবে।

রিপোর্টার। আমি আগাগোড়া কেবল নোট নিয়েছি।

মিনি। আপনাদের ভাল লেগেছে জেনে আশ্বস্ত হলাম।

মেয়র। ভাল ব'লে ভাল! বলুন না ক্রিটিক, কিরকম ভাল!

ক্রিটিক। আমি শুধু এই মাত্র বলতে পারি, বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিককে বলতে হবে যে এখানে, আজ, আপনার বাড়ীতে বাংলা নাটকের গোড়া পত্তন হ'ল।

মিনির প্রণয়ী। নিজেদের গুণেই আপনাদের ভাল লেগেছে। সত্যি কি আর যত ভাল বলছেন তত ভাল হয়েছে?

ক্রিটিক। কি বলছেন মশায়! পারফেক্ট পার্‌স্‌পেক্‌টিভ! এমনটি কখনো দেখিনি।

মেয়র। আর মিস বেঙ্গল ও ডিরেক্টারের দ্বৈতনৃত্যকে আমি রূপক বলে মনে করি। ওটা আর কিছু নয়, ইউরোপ ও এশিয়ার মিলনের নৃত্য!

প্রকাশক। আর রাজনীতিক যে বাঙালীকে এমন ক'রে গাল দিলেন—আপনি কি ভাবতে পারেন, বাঙালী ছাড়া বাঙালীকে আর কেউ এভাবে গাল দিতে পারত!

মিনি। ওতে কি শিখবার কিছু নেই?

ক্রিটিক। নাটক থেকে আবার শিখবেন কি? নাটক হ'চ্ছে নাটক!

মিনি। নাটক কি জীবনের ছায়া নয়?

ক্রিটিক। ও সব আপনাদের পোষ্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসের শেখা বুলি! শুনতে বেশ লাগে! কাজের নয়। আর বাংলা পেশাদার নাটক দেখেন

নি বলেই ওকথা বলতে পারেন। আমার কথা যদি শোনেন—তবে বলি, নাটক আর জীবন দুই সতীন। সর্ব্বদা চুলো-চুলি, ঝগড়া, একদণ্ড দুইজনের বনে না—

মিনির প্রণয়ী। সে বোধ হয় বিশেষ করে বাংলা নাটক।

ক্রিটিক। বাংলা দেশ ছাড়া আর কোথাও নাটক আছে নাকি?

মেয়র। মিস সোম এবার বলুন নাট্যকারের নাম কি?

মিনি। নামটা এখনো বলব না। পাছে নাম শুনে আপনারা বিচার করেন এই ভয় করছি।

মেয়র। সে একটা কথা বটে। কিন্তু নামটা না শুনলে ভাল লাগাটা যে উচিত হ'য়েছে তা বিশ্বাস করতে পারছি না।

ক্রিটিক। নাম বলুন আর নাই বলুন—রচনার ষ্টাইল তো লুকোতে পারেন নি—এ আমার পরিচিত ষ্টাইল।

মিনির প্রণয়ী। তা হ'লে তো দেখ্ছি আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে—ধ'রে ফেলেছেন।

ক্রিটিক। ধ'রে না ফেললেই বিস্মিত হ'তাম।

মিনি। কিন্তু আপনাদের আর একটু কষ্ট দেবো।

মেয়র। আজকের এই আনন্দের পরে কোন কষ্টই আর কষ্ট ব'লে মনে হবে না।

মিনি। অভিনেতাদের মধ্যে যে তিন জন সব চেয়ে ভাল অভিনয় করেছেন, তাঁদের তিনটি পদক উপহার দিতে হবে।

মেয়র। এ তো নিতান্ত উচিত। অভিনেতারা কোথায়?

মিনি। আমরা তাঁদের নিয়ে আসছি। আপনারা ততক্ষণ নামগুলো নির্ব্বাচন ক'রে রাখুন।

মিনির প্রণয়ী। এই রাখুন পদক তিনটি।

মেয়রের হাতে তিনটি পদক দিল

মিনি। তা হ'লে আমরা আসি।

দুজনের প্রস্থান

মেয়র। কি বল ক্রিটিক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তিন জন কে কে?

ক্রিটিক। এ তো সহজ কথা। বীররসের জন্য অধ্যাপক, করুণরসের জন্য রাজনীতিক, আর হাস্যরসের জন্য সম্পাদক! আপনাদের কি মত শুনি?

মেয়র। বাস্তবিক সম্পাদক যে এমন আশ্চর্য্য বিদূষকের অভিনয় করবে ভাবতে পারিনি।

প্রকাশক। আর অধ্যাপকের বীররসের পার্ট! উনি পেন্সন নেবার পরে যাত্রাদলের ভীমের অভিনয় করতে পারবেন!

মেয়র। কিন্তু আমি কি ভাবছি জানেন! যে দেশের অধ্যাপকেরা এমন বীর, সে দেশের ছাত্রেরা কিন্তু সে মাপের হ'চ্ছে না!

রিপোর্টার। কি বলছেন! ফরাসীদুর্গ বাস্তিল আক্রমণের ছবি দেখেছেন?

মেয়ব। না।

রিপোর্টার। তবে একদিন হরতালের সময় কলেজের দৃশ্য দেখে আসবেন।

মেয়র। আচ্ছা সম্পাদককে বেছে বেছে কেন বিদূষকের পার্ট দেওয়া হ'ল!

ক্রিটিক। এটা আর বুঝলেন না আধুনিক ডিমোক্রেসীর গণরাজের সভায় সম্পাদক হচ্ছে বিদূষক। নইলে অমন প্রলাপ কি আমরা আর কারো মুখ থেকে সহ্য করতে পারতাম।

এমন সময় তথাকথিত অভিনেতাদলকে লইয়া মিনি ও মিনির

প্রণয়ী প্রবেশ করিল

মেয়র। আসুন! অসুন! ওয়াণ্ডাবফুল!

ক্রিটিক। সুপার্ব! এমনটি আমি আর দেখিনি!

প্রকাশক। কি চমৎকার ডায়োলগ্!

রিপোর্টার। আমি একটি কথাও বাদ দিইনি!

সম্পাদক। কি বলছেন?

মেয়র। আপনাদেব অভিনয়ের কথা।

সম্পাদক প্রভৃতি অভিনেতাগণ। অভিনয়? অভিনয় কোথায়?

ডাক্তার। বুঝেছি' আমাদের কথাবার্ত্তাগুলো—

মেয়র। ওকে আপনারা যে নামই দিন না কেন—গুণ সমানই থাকে!

সম্পদক। আমরা যা কবলুম সেটা কিন্তু মেটেই নাটক নয়।

মেয়ব। সে তা আমরা আগেই জানি।

ক্রিটিক। মিস বেঙ্গল, আর মিঃ ডিবেক্টাব! এমন সুন্দব দ্বৈতনৃত্য আর কখনও দেখিনি।

মেয়র। কনগ্র্যাচুলেশনস্ অধ্যাপক! আপনাব বীবরসেব অনবদ্য!

অধ্যাপক। জয় 1905! এতদিনে লোকে আমাকে বুঝতে পারছে।

রিপোর্টার। আপনি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক?

অধ্যাপক। দেখে কি মনে হয়?

রিপোর্টার। আমি আড়াই কাঠা জমিব উপরে তেতলা একখানা বাড়ী তৈরি করব—ক হাজার ইট লাগবে বলতে পারেন?

অধ্যাপক। আমাকে এ প্রশ্ন কেন?

বিপোর্টাব। আমি তো শুনেছি—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা এ বিষয়ে সবাই বিশেষজ্ঞ।

মেয়র। বাংলাদেশ যদিও হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা ব'লে গ্রহণ করবে না, কিন্তু আপনাব থিওবিটা মানতে বাজি আছি।

বাজনীতিক। এব চেয়ে বেশী আব কি আমি আশা কবতে পাবি। কংগ্রেসও এব বেশী আশা কবে না—সে ইংরেজকে বলছে—স্বাধীনতা দাও আব নাই দাও—অন্তত দেবে ব'লে মুখে একবার স্বীকাব কব।

মেযব। আমি এই পদটি বিদূষকেব ভূমিকাব শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে উপহাব দিতেছি।

সম্পাদক। আমি বিদূষকেব ভূমিকায অভিনয় করতে যাবো কেন?

ক্রিটিক। ঠিক! আপনি অভিনয় করতে যাবেন কেন? ওটাই আপনাব স্বাভাবিক ভূমিকা।

সম্পাদক। দাঁড়ান ভেবে দেখি—আমাকেই বিদূষক বললেন নাকি?

ক্রিটিক। বলা আব না বলতে কি আসে যায়।

মেয়র পিন দিয়া সম্পাদকের বুকে আটিযা দিলেন

মেয়ব। বীববসেব জন্য অধ্যাপক মহাশয়কে এই পদক, আব করুণবসের জন্য রাজনীতিকে এই পদক উপহার দিতেছি।

তাহাদের বুকে আটিয়া দিলেন

ডাক্তার। আমাদের আলাপ-আলোচনাকে কি অভিনয় ব'লে ম'নে হচ্ছিল?

ক্রিটক। মোটেই হচ্ছিল না, সে-ই তো ওর বৈশিষ্ট্য। দেখুন না কেন, সাধারণ লোকেব দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে অভিনয় ব'লে মনে

হয়, আর আপনাদের অভিনয়কে সাধারণ জীবনযাত্রা ব'লে মনে হচ্ছিল—

ডাক্তার। আমাকে বেশী বিরক্ত করবেন না। আমি ডাক্তার! আপনাকে খুন ক'রে ফেললেও আপনারই দোষ হবে। পোষ্ট-মর্টেম-এ প্রমাণ হবে হয় আপনার হার্ট দুর্ব্বল ছিল, নয় তো লিভার পচে গিয়েছিল!

মিনি। [অভিনেতা দলের প্রতি] আপনারা দয়া ক'রে আসুন—ওই ঘরে আপনাদের বস্‌বার জায়গা হয়েছে।

অভিনেতারা যাইতে আরম্ভ করিল—হঠাৎ বাহির হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সম্পাদক বলিল

সম্পাদক। মশায়রা, আমাকে ঠাট্টা করলেন কি-না বুঝতে পারছি না। বাড়ী ফিরে গৃহিণীর সঙ্গে একবার আলোচনা করব—যদি ঠাট্টা বলে মনে হয় তবে হ্যাঁ, দেখতে পাবেন।

মেয়র। কি দেখব?

সম্পাদক! কালকে কাগজের :সম্পাদকীয় স্তম্ভটা একবার দেখবেন—একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে যাবেন—

প্রস্থান

মেয়র। নাঃ, সম্পাদকের বিরুদ্ধে কিছু বলা উচিত হয়নি। সামনেই আবার ইলেকশন্—

প্রকাশক: ঠিক বলছেন্—পুস্তক-পরিচয় নাম দিয়ে আমার প্রাকাশিত বইয়ের যে বিজ্ঞাপনগুলো বের হয়—এর পর হয়তো তা হবে না।

ক্রিটিক। ওহে রিপোর্টার! ওগুলো চেপে দিও।

রিপোর্টার। বলাই বহুল্য; আমারও প্রাণের ভয় আছে!

মিনি ও মিনির প্রণয়ীর প্রবেশ

মেয়র। মিস সোম, এইবার বলুন নাটকটার লেখক কে?

ক্রিটিক। যেই হোক, সে একজন গ্রেট ড্রামাটিষ্ট্।

মেয়র। গ্রেট ড্রামাটিষ্ট্! সর্ব্বনাশ!

ক্রিটিক। চমকিয়ে উঠলেন কেন?

মেয়র। চমকাবো না? আমার তো আর রাস্তা নেই

ক্রিটিক। রাস্তা? কিসের?

প্রকাশক। পালাবার?

মেয়র। না মশায়। বাংলা দেশে কেউ গ্রেট কিছু হয়েছে কি, আমার দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। এইবাবে সবাই বলবে, তার নামে একটা রাস্তার নামকরণ ক'রে দাও! এখন বাংলা দেশে প্রতি বছরে ডজন-খানেক গ্রেটম্যান্ বেরুচ্ছে—এত রাস্তা আমি পাই কোথায়? হায়! হায়! সামনে আবার ইলেকশন্ আসছে!

অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

মিনির প্রণয়ী। আপনি বৃথা ভয় করছেন—এর কোন লেখক নেই।

প্রকাশক। লেখক নাই! তার মানে?

ক্রিটিক। মানে অত্যন্ত স্পষ্ট। বেদ যেমন অপৌরুষেয়—এ নাটকও তেমনি অপৌরুষেয়! স্বর্গীয় প্রেরণা ব্যতীত এমন জিনিষ লেখে কার সাধ্য?

প্রকাশক। ওসব বুঝিনে! লেখক নেই তো নাটক এলো কোথা থেকে?

মিনি। এ তো মোটেই নাটক নয়।

প্রকাশক। হাঁ—নাটকের নাম তো তাই বটে।

মিনি। নাটক কোথায় দেখলেন?

মিনির প্রণয়ী। ওটা যে নাটক তা কে বল্‌লে?

প্রকাশক। তার মানে?

মিনির প্রণয়ী। ওঁরাও আপনাদের মত অতিথি। আপনারা ছিলেন উইংসের আড়ালে—ওঁরা ছিলেন ষ্টেজের উপরে—এইটুকু যা প্রভেদ!

মিনি। নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলছিলেন—আপনারা তাকেই নাটক ব'লে মনে করেছেন!

মিনির প্রণয়ী। আপনাদের সঙ্গে পরিহাস করেছি—সে অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।

প্রকাশক। আপনাদের কোন্‌টা যে পরিহাস, তা ঠিক বুঝতে পারছি না।

ক্রিটিক। ইম্‌পসি্‌বল্‌! অমন পারস্‌-পেকটিভ জ্ঞান! আর ব'লছেন ওটা নাটক নয়!

মেয়র। (সোল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া) সার্টন্‌লি নাটক নয়। আঃ! বাঁচা গেল! আমার আর রাস্তা নেই।

প্রকাশক। আমাদের সকলকে বোকা বানিয়ে দিলেন!

মেয়র। তাই ব'লে আমরা কম আনন্দ অনুভব করিনি! কি বলেন ক্রিটিক?

ক্রিটিক। আনন্দ অনুভব করেছিলাম বটে! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আনন্দ অনুভব করা উচিত হয়নি!

মেয়র। কেন?

ক্রিটিক। ওটা যে মোটেই নাটক নয়।

মিনির প্রণয়ী। মাপ করবেন—নাটক হ'লেই আনন্দ অনুভব করতে পারতেন না!

ক্রিটিক। কেন?

মিনির প্রণয়ী। বাংলা থিয়েটারে নাটক বলে যা দেখে থাকেন তা

সার্কাস, ভোজবাজি আর যাত্রার তে-আঁশলা অপসৃষ্টি! এদেশে এতদিনে বড় জোর য়্যামেচার নাটকের যুগ উপস্থিত হয়েছে—ব্যবসায়ী নাটকের যুগ আসতে এখনও অনেক বিলম্ব!

মেয়র। তাই ব'লে আমরা কম আনন্দ পাইনি।

রিপোর্টার। আঃ! সব বাংলা নাটকই যদি এমন হ'ত!

ক্রিটিক। ওহে রিপোর্টার, আমার মতামত যা প্রকাশ করেছিলাম সেগুলো চেপে দিও।

মিনি। দয়া ক'রে সকলে ওঘরে চলুন—খাবার জায়গা হ'য়েছে।

সকলে চলিতে আরম্ভ করিল

মেয়র। মিস সোম, মাঝে মাঝে এই রকম চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা আছে ব'লেই এত বড় নগরের দায়িত্ব পালন সম্ভবপর হয়।

প্রস্থান

ক্রিটিক। [স্বগত] আমার আনন্দ অনুভব করা উচিত হয়নি।

প্রস্থান

রিপোর্টার। সব নোট ক'রে নিয়েছি। কেবল দেয়ালগুলো ক'ইটের গাঁথুনি··বুঝতে পারলাম না!

প্রস্থান

বাকি সকলের প্রস্থান ; পাশের দরজা দিয়া মিনির মায়ের প্রবেশ

মিনির মা। নাঃ, সব গেল কোথায়? আজ আবার সেই ব্যথাটাও বেশী ক'রে পেয়ে বসেছে। ও হরিচরণ, কোথায় গেলি বাবা? এদিকে একবার আয় না—

মিনির প্রণয়ীর প্রবেশ

মিনির প্রণয়ী। কি হয়েছে মাসিমা?

মিনির মা। তোমাকে কি যেন একটা কথা বলবো বাবা! এখনি ভাবলাম—আর এখুনি মনে পড়ছে না!

মিনির প্রণয়ী। আর বলতে হবে না—আমি বুঝে নিয়েছি—এই নিন জাম্বক।

এই বলিয়া পকেট হইতে জাম্বকের কৌটা বাহির করিয়া দিল

মিনির মা। এই দেখ! ঠিক এই জন্যই মনটা ছট্‌ফট্‌ করছিল—বুঝতে পারছিলাম না।

মিনির প্রণয়ী। চলুন উপরে যাওয়া যাক।

মিনির মা। চল তো বাবা!

উভয়ের প্রস্থান

মিনির প্রবেশ

মিনি। কোথায় গেল?

মিনির প্রণয়ীর প্রবেশ

মিনির প্রণয়ী। এই যে!

মিনি। কোথায় গিয়েছিলে?

মিনির প্রণয়ী। মাসির সঙ্গে উপরে। মিনি!

মিনি। এতক্ষণ তো বেশ কথা বলছিলে। এখন আবার কথায় ও কি রকম স্বর লাগলো—

মিনির প্রণয়ী! বেসুরো তো লাগবেই! চুক্তিপত্রের আমার অংশ সুসম্পন্ন করেছি—এবার তোমার অংশের পালা কি-না।

মিনি। আমার অংশটা আবার কি?

মিনির প্রণয়ী। এরই মধ্যে ভুলে গেলে! আমার সেই কথাটা শুনবে কথা ছিল।

মিনি। কথা তো ছিল, কিন্তু আজ থাক না—রাত অনেক হয়েছে।

মিনির প্রণয়ী। রাতের অন্ধকারেই তো সে কথা মানায়।

মিনি। অন্ধকারে মানায়? ভূত নাকি?

মিনির প্রণয়ী। না, চাঁদ। সে-কথা চাঁদের আলোতে বলবার মত; যে শুনবে তার মুখখানি দেখা যাবে, অথচ কানের ডগা দুটি রক্তিম হ'য়ে উঠলে দেখা যাবে না—এমন আলো তো শুধু চাঁদেরই আছে।

মিনি। এত আয়োজন চাই তোমার ওই একটি কথার জন্যে!

মিনির প্রণয়ী। চাই বই কি! আর সেই জন্যই তো অপেক্ষা করতে পারিনা! সেকালের সৌভাগ্যবান্‌দের মত যদি ষাট হাজার বছর পরমায়ু হ'ত তা হ'লে কি এত তাড়া ছিল! দশ হাজার বছরের মহাকাশে আমার সেই কথাটি অদৃশ্য নীহারিকারূপে বিছিয়ে দিতাম —আর কখন্‌ যে তার অলক্ষ্য উত্তরীয়ে তুমি বাঁধা পড়ে যেতে—তা নিজেই জান্‌তে না! এ যে বাঙালীর পরমায়ূর সাড়ে বাইশ বছর— যার পনোর আনাই যায় স্কুল, কলেজ, আর অফিসের মরুভূমিতে! সেই জন্য অপেক্ষা করতে পারিনে—তুমি রাগবে জেনেও পারিনে।

মিনি। এত কথা না ব'লে সেই আসল কথাটা বললেই হ'তো না—

মিনির প্রণয়ী। ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ [কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া] মিনি...মিনি...[কাশিয়া লইয়া] আমি···আমি···

এমন সময় দেয়ালের ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল

দেখলে মিনি, বিশ্বশুদ্ধ সবাই আমার সেই কথাটা কথা বলবার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। হঠাৎ ঠিক এই সময় ঘড়িটা বাজবার কি দরকার ছিল?

মিনি। ঘড়িটা মনে করিয়ে দিল তার মত সময়নিষ্ঠ হও—

মিনির প্রণয়ী। সময়নিষ্ঠা কেন? তাড়াতাড়ি বলবার জন্য?

মিনি। না, রাত হ'য়েছে বাড়ী ফিরবার জন্য।

প্রণয়ী। [হঠাৎ মনোভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিল] ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ ধন্যবাদ মিস্ সোম, রাত হ'য়েছে, বাড়ী চল্‌লাম।

দ্রুত প্রস্থান

মিনি। [অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া] শোন, শোন ফিরে এস, শুনে যাও!

বিমর্ষ হইয়া বসিয়া পড়িল

সে মাথায় হাত দিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল!

মিনি। আজকের দিনে সবাইকে সুখী করলাম—কেবল ওকেই কষ্ট দিলাম! ··ওকে দেখলেই আমার কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে।

হঠাৎ সে গালে হাত দিতেই এক ফোটা জল তার হাতে ঠেকিল---সে চমকাইয়া উঠিল

এ কি! তবে কি আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছি?···

এই সময় পাশের দ্বার দিয়া মিনির মা প্রবেশ করিল; সে মিনির 'ফেলেছি' শব্দটা কেবল শুনতে পইয়াছে

মা। এত রাত্রে আবার কি ভেঙে ফেললি!

মিনি। কিছু না! কিছু না! একটা ফুলদানি ভেঙে ফেলেছি! তুমি আবার এত রাত্রে উঠে এলে কেন? কালকে ব্যথা বাড়বে—সে আমার ভোগান্তি—যাও শোওগে—

তাড়া খাইয়া তাহার মা প্রস্থান করিল; মিনি দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল

মিনি। মাকে নিয়ে মহা মুস্কিল···

এমন সময় অন্য দ্বার দিয়া মিনির প্রণয়ীর প্রবেশ

মিনির প্রণয়ী। সরি মিস্ সোম, ছড়িখানা ফেলে গিয়েছিলাম।

মিনি গিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল

মিনির প্রণয়ী। ও কি?

মিনি আমার একটা কথা বলবার আছে—শুনতে হবে।

মিনির প্রণয়ীর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাব—না জানি কি ফাঁসির হুকুম শুনিবে

মিনির প্রণয়ী। [সঙ্কোচে ও ভয়ে] কি বল ?

মিনি। (দ্বিধার ভাবটা কাটাইবার জন্য দ্রুত ও উন্মাদের মতো) ভালবাসি! ভালবাসি! ভালবাসি!

মিনির প্রণয়ী। (ভীষণ ভীতভাবে) কা'কে ?

মিনি। তোমাকে! তোমাকে! তোমাকে! এবার তোমার কি কথা শুনি।

মিনির প্রণয়ী। আমি ? আমি...আমার...মানে। ওই কথাই কিন্তু...আচ্ছা মিনি, আমি সে কথাটা কতদিন বলতে চেষ্টা ক'রেও পারিনি—তুমি এমন সহজে তা বললে কি ক'রে ?

মিনি। কারণ, তোমরা নির্বোধ! মেয়েদের ভালবাসা তীরের মত সোজা গিয়ে লক্ষ্যে বেঁধে। আর পুরুষদের ভালবাসা বুমেরাং-এর মত বাতাসে গোলকধাঁধা সৃষ্টি করতে করতে এগোয়—শেষে লক্ষ্য পর্য্যন্ত গিয়ে আবার তোমাদের কাছেই ফিরে আসে!...এমন উদ্বিগ্ন হ'চ্ছ কেন ?

মিনির প্রণয়ী। তোমার ঘড়িটার কথা মনে ক'রে। প্রতি সেকেণ্ডে মনে করিয়ে দিচ্ছে বাড়ী ফিরতে হবে—সময় নেই।

মিনি। সময় নেই—সময় নেই, একশবার সময় নেই। জীবনে আর কোন কাজেরই যথেষ্ট সময় নেই। কেবল একটুখানি ভালবাসবার সময় আছে—

মিনির প্রণয়ী। তা হ'লে ?

মিনি। তা হ'লে এই নাও—দুটি ফুল, লাল আর শাদা—

এই বলিয়া খোঁপা হইতে দুটি ফুল খুলিয়া তাহার হাতে দিল

মিনির প্রণয়ী। আর কিছু দিলে না?

মিনি। মানুষে সব সময়ে সব কথা বলতে পারবে না জেনেই ভগবান ফুলের সৃষ্টি করেছিলেন! আর যা কিছু বলবার ওরাই বলবে।

প্রণয়ী ফুল লইয়া একত্র জড়াইয়া বাঁধিতে
বাঁধিতে দু ছত্র গান গাহিল

মিনির প্রণয়ী। লালফুল সখী জীবন আমার,
শাদাফুল সখী মরণ মোর,
জীবনমরণ যুগল করিয়া
রাখিলাম এই চরণে তোর।

মিনি। গানটার স্বত্ব যেন কোন প্রসিদ্ধ কবির!

মিনির প্রণয়ী। তাদের স্বত্ব লেখা পর্য্যন্ত। গানের আসল মালিক—যাদের প্রয়োজন তারা—

মিনি। চল, অনেক রাত হয়েছে; তোমাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

উভয়ের প্রস্থান

যবনিকা

পরিশিষ্ট

নিজের ঢাক ও পরের পিঠ

বন্ধুরা লজ্জিত, শক্রুরা হর্ষিত, প্রকাশক শঙ্কিত হইতেছে—লোকটা বলে কি? বই লেখে ভাল কথা, বাংলাদেশে বই লেখে না কে? নিজের রচনার নিজে প্রশংসা করে, তার জন্য তো মাসিক ও দৈনিকের পুস্তকপরিচয় বিভাগ রহিয়াছে। কিন্তু এ কি অনাচার, ভুমিকা লিখিবার ছলে, ভূমিকায় দেশের কথা বলিবার কৌশলে, নিছক আত্ম প্রশংসা করিয়া যায়, লোকটার ধৃষ্টতা দেখিতেছি অগাধ! অবশেষে নিজের ঢাক নিজের পিঠে বহিয়া বাজানো!

কিন্তু কবন্ধ বাঙালী জাতিকে একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। নিজের ঢাক পরের পিঠে তুলিয়া বাজানো, যে কাজ বাঙালী এতদিন করিয়া আসিতেছে, সেটা কি ভদ্রতাসম্মত? নিজের ঢাক নিজেই যদি বাজাইতে হয় (অপরে বাজাইতে যাইবে কেন?) তবে নিজে পিঠে করিয়া বাজানোই উচিত। যাহা একান্ত কর্ত্তব্য আমি তাহাই করিতেছি। অতঃপর আশা করিতেছি, আমার দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ বাঙালী নিজের ঢাক নিজে পিটাইতে আরম্ভ করিবে—অবশ্য যদি পিটাইবার মত নিজস্ব ঢাক থাকে!

আমি নিজেকে এরিষ্টফেনিস, মলিয়ের, বার্ণার্ড শ'র সমকক্ষ বলিয়া প্রচার করি, জানিয়া সমালোচকগণ অত্যন্ত চটিয়াছেন; কিন্তু তাঁদের রাগের ঠিক কারণটা কি ধরিতে পারিলাম না! আমি পূর্ব্বোক্ত মহালেখকদের সমকক্ষ নই—না, নিজের মুখে সে কথা বলা ভাল দেখায়

না? যদি তাঁহারা মনে করেন আমি পূর্ব্বোক্তদের সমকক্ষ নই—তবে বুঝিতে হইবে সমালোচকদের রসজ্ঞতার অভাব; আর যদি নিজের মুখে সে কথা প্রকাশ করিবার জন্য রাগিয়া থাকেন, তবে আশা করি অতঃপর তাঁহারা এই সত্যটি প্রচার করিবার ভার লইবেন—আমাকে আর বলিতে হইবে না।

কিন্তু সত্যই যদি রাগের কারণ থাকে তবে এ দুটির একটীও নয়—সত্য গোপন করিয়াছি বলিয়া তাঁহারা রাগ করিতে পারেন। নেহাৎ বিনয়বশতঃ (আমারও বিনয় আছে, জগতে বিস্ময়ের সীমা নাই) বলিতে পারি নাই সত্য কি! অর্থাৎ আমি কোন্ মহারথীদের সমকক্ষ! কিন্তু আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না—এবং নিতান্ত সত্যের অনুরোধে (বর্ত্তমান যুগে সত্যের অনুরোধ যেমন ক্ষীণ ও করুণ, তেমনি লোকের কানে তার প্রবেশ দুর্লভ) প্রকাশ করিতে হইল যে

হোমার, শেক্‌সপীয়র ও প্রমথ বিশী

সমশ্রেণীর কবি। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন উঠিবে প্রমথ বিশী লোকটা কি? কবি? সমালোচকরা আমার কবিতা পড়িয়া বলেন লোকটা নাট্যকার কিন্তু কবি নয়; আবার অনেকে নাটক পড়িয়া বলেন, লোকটা কবি হইতে পারে নাট্যকার নয়। যাঁরা আমার উপন্যাস পড়েন তাঁরা বলেন লোকটা প্রবন্ধ লেখে ভাল, কিন্তু গল্প লিখিতে পারে না; আবার প্রবন্ধ পড়িয়া মন্তব্য করেন, প্রবন্ধগুলি এতই সরস যে লোকটার গল্প লিখিবার হাত আছে বোঝা যায়; আর যাঁহারা শুধু ভূমিকা পড়িয়াছেন তাঁহারা বোধ করি আমাকে উন্মাদ ভাবেন। তাহা হইলে লোকটা কি? আবার দেখিতেছি সত্যের অনুরোধে গুপ্তকথা প্রকাশ করিতে হইল! লোকটাকে সাহিত্যিকমাত্র বলিলে ভুল হইবে—কারণ সাহিত্যকের দুই শ্রেণী আছে, একদলের

কাছে জীবনের চেয়ে সাহিত্য বড়, আর একদলের কাছে সাহিত্যের চেয়ে জীবন বড়; এঁরা সাহিত্যিক এবং তার উপরে আরও কিছু; এইটুকুর জন্যই তাঁরা নিছক সাহিত্যিকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। নিছক সাহিত্যিকরা যত শক্তিমান্-ই হোন, তাঁরা বাস্তবের দাস ছাড়া আর কিছু ন'ন, শেষোক্তদল বাস্তবেব প্রভু—আমি এই শেষোক্তদলের। এই দল হইতেই চিরদিন অবতার, মহাপুরুষ, ধর্ম্মগুরুদের আবির্ভাব হয়। আমার বিশ্বাস আমি মহাপুরুষ। লোকের ধারণা আমি বিদূষক! (হায় অজ্ঞ মনুষ্য জাতি!—এই জন্যই তোমাকে মূর্খ বলি, কবন্ধ বলি, মৃত মনে করি)! আমার ট্র্যাজেডি এই যে যে-সব কথা আমি গভীর অর্থদ্যোতক ভাবিয়া প্রচার করি—লোকে তাহা শুনিয়া হাসে; ফাঁসির হুকুমকে বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র মনে করে। কি আর করিব—মাথা গুণ্তিতে তোমরা বেশি কাজেই তোমাদের কথাই সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে আমার পক্ষে বিপদ—এখন হাসিতেছে, হাসিয়া লও—কিন্তু শেষ হাসি আমার ভাগে পড়িবে, নিশ্চিত জানিও।

৺বাঙালী জাতি

বাংলা দেশে আমার আঠাশ জন পাঠক আছে—প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া; অবশ্য ইহা ছাড়া কম্পোজিটার, প্রুফরীডার ও লেখক নিজে আছেন। যতদিন না এই পাঠক সংখ্যা কমিয়া একটিতে দাঁড়াইবে ততদিন আমি লিখিব—বাঙালী জাতি মরিয়া গিয়াছে! যখন সেই একটিমাত্র পাঠকও লোপ পাইবে তখন বুকে-পিঠে বিজ্ঞাপন আঁটিয়া উন্মাদ রোগের ঔষধ (বাংলাদেশে এই ওষুধের কাট্তি সবচেয়ে বেশি হইবে) ফিরি করিয়া বেড়াইবার উপলক্ষে প্রচার করিতে থাকিব—

বাঙালী জাতি মৃত ; স্বর্গীয় কথাটা কলমের ডগায় আসিতেছিল—কিন্তু এ জাতি মরিয়া স্বর্গে যায় নাই নিশ্চয় বলিতে পারি !

কিন্তু সত্যই যে এ জাতি মরিয়া গিয়াছে তার প্রমাণ কি ? প্রমাণ অনেক কাছে—তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রমাণ তোমার ওই প্রশ্ন। প্রলয় পয়োধির জল নাকের ডগায় আসিয়া ঠেকিলেও যে প্রমাণের অপেক্ষায় থাকে—তাকে মৃত ছাড়া আর কি বলিব !

আর একটা প্রমাণ—বিধাতাপুরুষ আমাকে বাঙালীর সমাধিলিপি রচনার জন্য পাঠাইয়াছেন। আমার সমগ্র রচনার একটিমাত্র ধূয়া আছে—বাঙালী তুমি মরিয়া গিয়াছ। খুব সম্ভব সমস্ত মনুষ্যজাতিও শীঘ্রই মরিবে—এই মৃতের শোভাযাত্রায় বাঙালী অগ্রণী ; এই দিক দিয়া বিচার করিলে প্রগতিবাদ বাংলা দেশে সার্থক হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ। সে নবকুমার বাঙালী ছাড়া আর কেহ নয় ; ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে উজ্জীবিত নূতন বাংলা ভারতবর্ষের নবকুমার সে কথা শুনিয়াও শোনে নাই ; অসম্ভবের কপালকুণ্ডলার মোহ তাহাকে চালাইয়া লইয়া গিয়া গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়াছিল। সমুদ্রসৈকেতে প্রাপ্ত কপালকুণ্ডলা সমুদ্রচারী জাতির আদর্শের প্রতীক ; বাঙালীকে তাহা মোহগ্রস্ত করিতে পারে—বাঙালীর জীবনকে তাহা শান্তি দিতে পারে না, ধৃতি দিতে পারে না। নদীচারী বাঙালী জাতি সমুদ্রচারী জাতির আদর্শকে ধারণ করিতে সক্ষম নয়—সেই জন্য কপালকুণ্ডলার পরিণাম নদীগর্ভে ! কপালকুণ্ডলা আইডিয়ার 'ট্রাজেডি অব্ এররস্'। নবকুমার সে কথা শোনে নাই—বাঙালীও সে কথা শোনে নাই। পথভ্রান্ত নবকুমার ভাবিয়াছিল কপালকুণ্ডলা তাহাকে পথ দেখাইবে। কিন্তু কপালকুণ্ডলার সাবধানবাণী দারুণ Ironyতে পূর্ণ ; সে অপঘাতের পথ

হইতে নবকুমারকে বাঁচাইয়া অপমৃত্যুর পথে লইয়া গেল! ইউরোপীয় শিক্ষার কপালকুণ্ডলা বাঙালীকে আত্মনিমজ্জনের কালীয় দহে আনিয়া ডুবাইয়া মারিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা শুনিলে আজ আর আমার কথা শুনিতে হইত না, যে বাঙালী মরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু বাঙালী যে বুদ্ধিমান্ জাতি! সে মরিতে রাজি—কেবল বিনা প্রমাণে মরিতে রাজি নয়—এ যেন সেই ইতিহাসের নবাব, যিনি প্রমাণের জুতার পাটি পায়ের কাছে পান নাই বলিয়া বসিয়া বসিয়া নবাবী-গৌরবে মরিলেন—তবু বিনা জুতায় পালাইবার অপ-নবাবী চেষ্টা করিলেন না! বাঙালী, বিধাতা তোমাকে কোন্ ছাঁচে গড়িয়াছিলেন, সেই ছাঁচটি একবার দেখিতে সাধ যায়! আর হে বিধাতাপুরুষ এতদিন যদি সে ছাঁচটি ভাঙিয়া গিয়া না থাকে, তবে তাহা স্বর্গের জাদুঘরে সুরক্ষিত করিয়া রাখিও—যারা বাঙালীকে দেখিতে পাইল না, তারা ওই ছাঁচটি দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিবে।

নূতন প্রমাণ

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রভাষা প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনার কথা শুনিয়া বাঙালী দাবী করিয়া বসিয়াছে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে। আমি বলিতেছি যে এই দাবী হইতে একটি মাত্র সত্য প্রমাণিত হয়—বাঙালী মরিতে বসিয়াছে। মুমূর্ষু জাতির লক্ষণ এই যে তার আত্মবিশ্বাস চলিয়া গিয়া পরের সঙ্গে রেষারেষি করিবার ইচ্ছা মনে জাগে, অর্থাৎ তার অস্তিত্বের ভারকেন্দ্র নিজের মধ্য হইতে সরিয়া গিয়া পরের উপরে স্থাপিত হয়। সব বিষয়ে, শুধু রাষ্ট্রভাষা ব্যাপারে নয়, আজকাল বাঙালীর রেষারেষির, প্রতিযোগিতার ভাবটা কিছু বেশি দেখা যাইতেছে, ইহা দুর্ব্বল মনের চিহ্ন।

বাঙালী এতদিন জানিত আর কিছুতে না হোক সাহিত্যে ভারতবর্ষে তার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। গত একশ বছর ধরিয়া আত্মপ্রকাশের অস্ত্র স্বরূপ সাহিত্যকে সে নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠার সঙ্গে তৈয়ারি করিয়াছে। বাঙালীর ব্যবসা নাই, বাণিজ্য নাই, রাজ্য নাই, রাষ্ট্রনীতি যা আছে, তারও প্রধান প্রকাশ সাহিত্যে; বাঙালী যুদ্ধ করে নাই, উপনিবেশ পত্তন করে নাই—কোন নূতন দেশ আবিষ্কার করে নাই—একশ বছর ধরিয়া আপন সত্তার সমস্ত মাহাত্ম্য ও শক্তি এই একটী মাত্র খাতে প্রবাহিত করিয়া দিয়া মুক্তির ভাগীরথী সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। গত শতাব্দীকাল ধরিয়া সমগ্র বাঙালী জাতটাই যেন কলম্বাসের মত অচিত্রিত মানসচিত্রের মধ্যে জাহাজ ভাসাইয়া দিয়াছিল—সে নূতন সাহিত্যের আমেরিকীয় মহাদেশ আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছে। ইহাতেই সে চরিতার্থতা বোধ করিয়াছে; বাংলা ভাষা নবভারতীয় সংস্কৃতির পত্তন করিয়াছে; অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাকে নূতন নূতন দেশের দিক্‌দর্শন দিয়াছে; মাইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ অনেক সাহিত্যেরই প্রাথমিক অনুপ্রেরণা হইয়াছে; বাংলা ভাষা বাঙালীর প্রতিভায় বর্ত্তমান এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে; এ বিষয়ে সকলে আমরা সচেতন-গৌরব অনুভব করিতাম।

হঠাৎ কি হইল! হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার কথা শুনিয়া বাঙালী এমন আত্মসম্বিৎ হারাইল কেন? হিন্দী-ওয়ালাদের সঙ্গে পাল্লা দিবার চেষ্টা আর যে বিষয়েই হোক, এ বিষয়ে তো তার কোন দিন ছিল না; তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হইলে যতটা নীচে নামিতে হয়, বাঙালী তত নীচে কখনও নামে নাই। এখন এই রেষারেষির দৃশ্য দেখিয়া মনে হইতেছে কত নীচে সে নামিয়া গিয়াছে—নচেৎ হিন্দীর মত চতুর্থ শ্রেণীর ভাষার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সে লজ্জা বোধ করিত; হিন্দুস্থানীর

মত অপভাষার পাশে সে বাংলা ভাষাকে দাঁড় করাইতে দ্বিধা বোধ করিত !

আসল কথা, সব চেয়ে বড় তথ্যটা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি ; সত্য সংখ্যা নয়, পরিমাণ নয়, একটা গুণ ; দশটা অশুভ বুদ্ধির যোগে একটা শুভ বুদ্ধি হয় না ; দশটা হাতের যোগে হাতাহাতি হইতে পারে, সে হাত সত্যে পৌঁছায় না ; পাঁচশো জোড়া চোখের সংযোগে সহস্রচক্ষুর দিব্যদৃষ্টি লাভ ঘটে না ; মাথা গুণতিতে রবীন্দ্রনাথ ও রামশর্ম্মা সমান—কিন্তু এই জাতীয় মারাত্মক সাম্যই আমাদের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে, আমরা মুমূর্ষু ।

পাঠক তুমি বলিবে, যে এই প্রথাতো সব দেশেই আছে ; হয় তো আছে ; তাহাতে এইটুকুমাত্র প্রমাণ হয় যে তারাও মরিতেছে ; কিন্তু এমন সহমৃত্যুতে সান্ত্বনা কোথায় ?

কত বেশি সংখ্যক লোকে একটা ভাষা বলে তার উপরে ভাষার মাহাত্ম্য নির্ভর করে না ; কয়টী বুদ্ধিমান্ লোকে ভাষা ব্যবহার করে, তার উপরে সাহিত্যিক-উৎকর্ষ নির্ভর করে। শেক্সপীয়রের লণ্ডনের জনসংখ্যা কত ছিল ? সোফক্লিসের এথেন্সের জনসংখ্যা কত ছিল ? কালিদাসের উজ্জয়িনীর জনসংখ্যা কত ছিল ? তারপর হইতে যে পরিমাণে জনসংখ্যা বাড়িয়াছে, সে পরিমাণে ভাষার উৎকর্ষ বাড়ে নাই। কিন্তু এ সব নাকি বাজে যুক্তি। বই ভাল না হইলেও চলে, বই বিক্রয় হওয়া চাই। সাহিত্য যে ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চায়, তার কারণ তার বই বেশি কাটিবে। কিন্তু বাঙালী লেখক, তোমাকে সাবধান করিয়া দিই—যদি কোন দিন বাঙালীর দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলা সত্যই রাষ্ট্রভাষা হয়, বাংলা বইয়ের কাটতি হয়তো বাড়িবে, কিন্তু বাঙালী লেখক সে লাভের অংশ

পাইবে না। বাংলা বইয়ের প্রচার আন্তর্জাতিক লাভের ব্যবসা হইলে মূলধনে বলীয়ান্ অবাঙালীর দল, মাড়োয়ারীর দল বাংলা বইয়ের প্রকাশক হইবে; আর প্রকাশকরা যে কি জাতীয় জীব, তাহাদের কবল হইতে লাভের কড়ি বাহির করা কত কঠিন অধিকাংশ লেখকের তাহা অনবগত থাকিবার কথা নয়। মাড়োয়ারী যে বাংলা বইয়ের প্রকাশক হইবে তাহাতে বাধা কিসের? তারা লাভের খাদক, সাহিত্যপ্রচারক নয়। এখন না হয় তারা বাংলা দেশে 'ঘইয়ের' ব্যবসা করে—তখন বইয়ের ব্যবসা করিবে। ইংরাজপ্রকাশকও জুটিতে পারে। মনে করাইয়া দিতে পারি—এখনই বাংলা বইয়ের একাধিক ইংরাজ প্রকাশক আছে—এবং অন্ততঃ একটি মাড়োয়ারী প্রকাশক (অবাঙালী ব্যবসায়ী মাত্রই আমাদের কাছে মাড়োয়ারী) সম্প্রতি বাংলা বইয়ের ব্যবসা করিতে বসিয়াছে।

কাজেই বাংলা বইয়ের প্রচারে যে বাঙালী লেখকের বিশেষ লাভ হইবে তাহা মনে হয় না। আর ভাষারও যে বিশেষ উন্নতি হইবে না, এমন মনে করিবার কারণ আছে। পঁয়ত্রিশ কোটি লোক কারণে অকারণে পাঁচ কোটি লোকের ভাষা বলিতে আরম্ভ করিলে অত্যল্পকালের মধ্যে ভাষার এমন দুরবস্থা হইবে যে তখন আর তাহাকে চিনিবার উপায় থাকিবে না—তখন সত্যই আমরা বলিতে পারিব—'আ মরি বাংলা ভাষা!'

রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে গভীর ভাবে আলোচনার সময় আসিয়াছে—উদ্ধৃত অংশ সে বিষয়ে কতক পরিমাণে সাহায্য করিতে পারে।

"এক সাধারণ রাষ্ট্রভাষার সহিত রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সম্পর্ক কতদূর এবং আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কি না, সেটা একটু পরখ করিয়া দেখা আবশ্যক। এ বিষয়ে প্রথম কথাই এই যে ইতিহাস এই ঐক্যের দাবীর

অনুকূলে মোটেই সাক্ষ্য দেয় না! ইতিহাস বলে যে এক রাষ্ট্রভাষা, এমনকি এক মাতৃভাষাভাষী হইয়াও জাতির মধ্যে মোটেই রাষ্ট্রীয় ঐক্য না থাকিতে পারে; আবার বিভিন্নভাষাভাষীর মধ্যেও সুদৃঢ় রাষ্ট্রীয় ঐক্য সংঘটিত হইতে পারে। দুই একটা মোটা মোটা উদাহরণ লওয়া উচিত।

প্রাচীন ভারতবর্ষে মোটামুটি সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল; ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এই ভাষাতেই ভাবের আদানপ্রদান চলিত। সংস্কৃত সাহিত্য সমস্ত ভারতের সাধারণ সম্পত্তি ছিল; কিন্তু ভারতবর্ষ এক অখণ্ড রাষ্ট্র ছিল না—কুরু, পঞ্চাল, কোশল, মৎস্য, বিদর্ভ, মদ্র ইত্যাদি বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। ইউরোপেও মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ ভাষাভাষী জাতিসমূহ নানা বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল; এই সবে সেদিন হিট্‌লারের দাপটে অষ্ট্রীয়া ও সুদেতেন অঞ্চল জার্ম্মাণীর কুক্ষিগত হওয়ায় এখন অনেকটা একরাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। ইটালীরও সেই অবস্থা। সমস্ত মধ্যযুগে ইটালীর ভাষাভাষিগণ ছোট বড় মাঝারি নানা প্রকারের রাষ্ট্রে শতধা বিচ্ছিন্ন ছিল। তারপর ধরন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। মেক্‌সিকো হইতে আরম্ভ করিয়া চিলি আর্জ্জেন্টিনা পর্য্যন্ত এক স্পানিশ ভাষার প্রচলন, তাহাতে লাটিন আমেরিকা এক রাষ্ট্রে পরিণত হয় নাই।

অপর পক্ষে ধরুন, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর কথা। ছয়শত বৎসরের উর্দ্ধকাল হাপ্‌সবুর্গ রাজ্যের শাসনে নানা বিভিন্নভাষাভাষী জাতি সুসংহত রাষ্ট্রীয় ঐক্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। তারপর ধরুন রুশ-সাম্রাজ্য। জারের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ ষ্ট্যালিনের আমল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ রুশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে নানা জাতি নানা ভাষাভাষীর সমাবেশ, তাহাতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নাই।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ভাষাগত ঐক্যের সহিত রাষ্ট্রগত ঐক্যের সম্পর্ক অতি সামান্য—কোন সম্পর্ক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে একটা কোন ভাষাকে চালু করিতেই হইবে ইহা একবারেই অশ্রদ্ধেয় কথা।

রাষ্ট্রভাষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে এই বড় দাবীটাই যদি অগ্রাহ্য হইয়া যায় তবে বাকী থাকে শুধু সুবিধা বা convenienceএর কথা। সে বিষয়ে একটু ধীরভাবে একটু ঠাণ্ডাভাবে আলোচনা চলিতে পারে—বিশেষ উষ্ণতার আবশ্যক করে না। এ সম্বন্ধেও আমার মনে হয় রাষ্ট্রভাষার প্রবক্তারা কি চাহেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের নিজেদেরই কোন স্পষ্ট ধারণা নাই।

কোন একটা সর্ব্বজনবোধ্য ভাষার প্রচলন দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে? কি অর্থে ভাষাটা রাষ্ট্রভাষা রূপে পরিগণিত হইবে? সমস্ত আফিস-আদালতে আইন-কানুনে কাউন্সিল-এসেম্ব্লিতে সেই ভাষা ব্যবহৃত হইবে, ইহাই কি রাষ্ট্রভাষার পাণ্ডারা চান? ধরুন একটা উদাহরণ। হিন্দীই যেন রাষ্টভাষা হইল। তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালার, মান্দ্রাজের, মহারাষ্ট্রের, পঞ্জাবের সমস্ত আফিস-আদালতে নথীপত্র আর্জ্জি-বর্ণনা সওয়াল-জবাব হিন্দীতে হইতে আরম্ভ করিবে? সমস্ত সরকারী আইন, নোটিশ ইত্যাদি হিন্দীতে লেখা হইবে? ব্যবসায়ের কিংবা রাজস্ববিভাগের হিসাব-কিতাব হিন্দীতে রক্ষিত হইবে? তাহা হইলে ত সমূহ বিপদ্ দেখিতেছি। এখন যে ইংরাজ রাজত্ব চলিতেছে, তাহাতেও হাইকোর্ট ভিন্ন নিম্নআদালতের কাজকর্ম্ম সব যে দেশের যে ভাষা তাহাতেই চলে—কিন্তু কংগ্রেসী আমলে বোধ করি আর তাহা চলিবে না।

আর একটা কথা রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে শুনিতে পাই—সেটা এই যে হিন্দী শিখিলে ভারতের নানা প্রদেশে গমনাগমনের সুবিধা হইতে পারে।

যদি কথাটা ঠিকও ধরিয়া লওয়া যায়—যদিও সম্পূর্ণ ঠিক নহে, কারণ দক্ষিণ-ভারতে হিন্দী জানিয়াও বিশেষ কিছুই সুবিধা হয় না—তাহা হইলেও ভাবিতে হয় যে সমাজের মধ্যে শতকরা কয়জন লোক বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণব্যপদেশে গমনাগমন করেন? হাজারের মধ্যে একজনও করেন কি না সন্দেহ। অথচ এই যে বিপুল জনসাধারণ যাহারা চিরকার তাহাদের স্ব স্ব প্রদেশেই বসবাস করিবে, কস্মিন্‌কালেও যাহাদের মধ্যে অন্য প্রদেশে যাইবার আবশ্যকতা হইবে না—এমন কি মাতৃভাষার অক্ষর-পরিচয়ও যাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই নাই—তাহাদের উপর কল্পিত সুবিধার অজুহাতে মাতৃভাষার উপরেও আবার আর একটি বিদেশী ভাষা অবশ্য পঠিতব্য করিবার প্রয়াস হইতেছে। এবং এই সুবৃহৎ প্রয়াসে কংগ্রেসী প্রধান প্রধান চাঁই—যথা স্বয়ং মহাত্মাজীর বৈবাহিক রাজ-গোপালচারী মহাশয়—Criminal Law Amendment Actএর বলে শত শত লোককে জেলে পাঠাইতেও দ্বিধা করিতেছেন না!

রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে এই দুইটি যুক্তিই অসম্ভব এবং অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীত হয়, তবে বাকী থাকে শুধু একটা যুক্তি। সেটা এই যে, সমাজের মধ্যে যাঁহারা সুশিক্ষিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁহারা যখন নিখিল-ভারতীয় সভা-সমিতি কাউন্সিল প্রভৃতি যোগদান করেন তখন তাঁহাদের ভাবের আদান-প্রদানের জন্য একটা সাধারণবোধ্য ভাষা থাকিলেও কাজের সুবিধা হয়। কথাটা ঠিক; কিন্তু কথাটা খুব বড় নয়। যে কোন দেশেই আন্তর্জ্জাতিক সভাসমিতির অধিবেশন হয়, সেখানেই এই অভাব এবং সাধারণবোধ্য ভাষার এই প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়; নানাভাবে এই অভাব মিটান হয়। শুনিয়াছি জেনিভার জাতিসঙ্ঘের অধিবেশনে সমস্ত প্রতিনিধিই নিজের নিজের ভাষায় বক্তৃতা দেন। কিন্তু দোভাষীর বন্দোবস্ত থাকে, তাঁহারা সব বক্তৃতাই ইংরাজীতে ও ফরাসীতে অনুবাদ

করিয়া দেন ; কার্য্য চলিয়া যায়। যখন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভের্সাই-সন্ধি সম্পর্কে বৈঠক বসে, তখনও এই পদ্ধতিই অবলম্বিত হইয়াছিল। এখনও শুনিতে পাই যে ইউরোপীয় কন্টিনেণ্টে বিভিন্ন রাষ্ট্র—মনে করুন তুরস্ক ও রুশ—ইহাদের মধ্যে সন্ধিপত্র হইলে তাহা ফরাসীতে লেখা হইয়া থাকে। ইউরোপের বাহিরে ইংরাজীর বহুল প্রচলন হেতু ইংরাজীই বেশীর ভাগ আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ সমস্তই সুবিধা অসুবিধার কথা—practical convenience-এর কথা। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি practial জাতি ; কাজের সুবিধার জন্য যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুই করিয়া তাহারা সন্তুষ্ট থাকে, আমাদের মত খামখা চেঁচামেচি করিয়া আকাশ ফাটায় না। যেহেতু ইউরোপে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে ফরাসীর প্রচলন আছে, তদ্ধেতু ইংলণ্ড, রুশ, জার্ম্মাণী, স্পেন, ইটালী ইত্যাদির আবালবৃদ্ধবনিতার যে ফরাসী শিখিতে হইবে, এই কল্পনা তাহাদের সমাজে স্থান পায় না। আমাদের দেশের রাষ্ট্রভাষাবিলাসী অত্যুৎসাহীদিগের উর্ব্বর মস্তিষ্কেই এই সব আজগুবি ধারণা গজায়।

বস্তুতঃ, এই হিসাবে রাষ্ট্রভাষা প্রচলনের importance খুব বেশী নহে। কাজেই শুধু এইটুক প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য এত অতিরিক্ত মাথা ব্যথার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাই না, কারণ এখনও ইংরাজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এ যাবৎ নিখিল-ভারতীয় সভা-সমিতিতে আইনকানুনে ইংরাজীই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ; স্বাদেশিকতার খাতিরে এখনই যে তাহা উল্টাইয়া ফেলিতে হইবে, নহিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে এমন কোন কারণও দেখি না ; বিশেষতঃ এই ইংরাজী জানাতে যখন আরও অনেক উপকার হয়,—বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভাবের আদান-

প্রদানের স্থবিধা হয়। তাছাড়া, শতবর্ষেরও অধিককাল ধরিয়া ভারতের শিক্ষিত সমাজ ইংরাজী শিখিতেছে, ইংরাজী ব্যবহার করিতেছে,—এই ঐতিহাসিক ঘটনা ত অস্বীকার করিবার নয়। নিখিল-ভারতীয় ব্যাপারে ইংরাজী তুলিয়া দিয়া আবার নূতন একটি ভাষা জোর করিয়া চালাইতে হইবে এই প্রকার ধনুর্ভঙ্গ পণের কোন হেতু দেখি না। রাষ্ট্রভাষার পাণ্ডাদের কথা অনুসারে চলিলে ফল দাঁড়াইবে এই যে তিনটি ভাষা শিখিতে হইবে, প্রথম—মাতৃভাষা, দ্বিতীয়—ইংরজী ভাষা, তৃতীয়—তথাকথিত রাষ্ট্রভাষা। এ যে একেবারে cruelty to animals!

আর একটা মোটা কথা মনে রাখিতে হইবে। কমিটি করিয়া পরামর্শ করিয়া কোন ভাষা চালু করা যায় না। ঐতিহাসিক কারণে, রাজ্য-বিস্তার বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রসারের ফলেই এক একটা ভাষার পরিধি বিস্তৃত হয়। এই কারণেই ইউরোপের মধ্যযুগে ইটালিয়ান-ফরাসী-আরবী-মিশ্রিত একপ্রকার খিচুড়ী বাজারিয়া ভাষা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বাঞ্চলে লেভাণ্ট প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারই নাম হইয়াছিল Lingua Franca—ফরাসী ভাষার নাম Lingua Franca নহে। ইংলণ্ডের বিপুল বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলেই পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই ইংরাজীর প্রচার হইয়াছে। শেক্স্পীয়রের কাব্যকুশলতার জন্য নহে। স্পেন লাটিন-আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিল বলিয়াই তথায় স্পানিশ প্রচলিত, ডন্ কুইক্সটের বিচিত্র কার্য্যকলাপের জন্য নহে। পণ্ডিতের রচিত Esperanto কুত্রাপি চালু হয় নাই। স্থতরাং ভারতবর্ষেও যদি কালক্রমে কোন ভাষা রাষ্টভাষা হইয়া দাঁড়ায়াই, তবে তাহা ঐতিহাসিক ঘটনাসমাবেশের ফলেই হইবে—কমিটি করিয়া হইবে না। [অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ। বুলেটিন অব দি এ, বি, ইউ, টি, এ; সেপ্টেম্বর ১৯৩৯]

নার্কাস

বাংলা থিয়েটারে সাধারণতঃ যে সব নাটক অভিনীত হয় সেগুলি নাটক ও সার্কাসের সমন্বয়ে গঠিত, কোন নাম দিতে হইলে এদের নার্কাস বলা উচিত। কল্পনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার হাস্যকর ব্যর্থতায় ইহাদের সৃষ্টি। এগুলির তেমন দোষ নয়, যেমন দোষ সেই জাতির যে এদের সহ্য করে! ভেজিটেবিল ঘৃত বিক্রেতার বেশী দোষ না, ক্রেতার! এই দুঃস্বপ্নগুলি যে কি করিলে দূর হইবে, জানি না। কোন এক যুগান্তকারী নাটক অভিনীত হইবার সময়ে রঙ্গমঞ্চে এরূপ ধোঁয়ার বাস্তব অনুকরণ করা হয়—যে তাহা প্রেক্ষাগৃহে অবধি প্রবেশ করে; শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম; কোনদিন এই যুগান্তকারী নাটক প্রাণান্তকারী নাটকে পরিণত হইলে বিস্মিত হইবার পরিবর্ত্তে আনন্দিত হইব। কিছু দর্শক শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিলে এ সব নাটক বন্ধ হইবার এ কটা উপায় হইতে পারে। কিন্তু যতদিন সেই ভগবৎ প্রেরিত ধূম্রদূত না আসিতেছে ততদিন কি নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিব! আমি বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের উন্নতিসাধনের জন্য কয়েকটি অতি সহজ ও নিশ্চিত পন্থা ভাবিয়া স্থির করিয়াছি—সেগুলির একবার পরীক্ষা হওয়া দরকার।

(১) বাংলা দেশে যেখানে যত রঙ্গমঞ্চ আছে সব ভাঙিয়া চূরিয়া সমভূমি করিয়া দিতে হইবে—এ জন্য একটি দারুণ ভূমিকম্পের প্রয়োজন।

(২) বাংলাদেশের যেখানে যত অভিনেতা ও অভিনেত্রী আছে সকলকে একযোগে মরিতে হইবে—এ জন্য একটি মহামারীর প্রয়োজন।

(৩) বাংলাদেশের যেখানে যত নাট্যকার আছে সকলকে এক-যোগে মরিতে হইবে—নাট্যকারের প্রাণ কঠিন; কিসে যে ইহা সম্ভব

হইবে জানি না। [বিঃ দ্রঃ—আমাকে মারা চলিবে না, কারণ প্রথমতঃ আমার নাটক চলে না, দ্বিতীয়তঃ কেহই, আমার প্রকাশক ছাড়া, আমাকে নাট্যকার বলিয়া স্বীকার করে না।]

(৪) অভিনেত্রীর বদলে স্ত্রী-ভূমিকা পুরুষদের দ্বারা অভিনয় করাইতে হইবে। কারণ স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক আকর্ষণ শক্তি অভিনেতব্য ব্যক্তি হইতে দর্শকের দৃষ্টিকে অভিনেত্রীর দিকে আকর্ষণ করে।

(৫) অভিনেতাদের মুখের উপরে মুখোস ব্যবহার করিতে হইবে।

(৬) এ সব পন্থা কার্য্যকরী করিতে হইলে সরকারী থিয়েটার চাই। সরকারী কলেজ, কৃষিক্ষেত্র, হাসপাতাল, রেডিও প্রভৃতির মত সরকারী থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি বহুকাল হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছি। যখন সত্যই সরকারী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন হয়তো আমি থাকিব না (মানে আমার দেহটা থাকিবে না, আমার নাম তো ইতি মধ্যেই শেক্সপীরীয় অমরতা লাভ করিয়াছে) নতুবা কোন অর্ব্বাচীন সেখানে পরিচালক হইয়া বসিবে, আমি প্রবেশ করিতে পারিব না। হায়! ভাব-নেতাদের অভাব প্রায়ই দূরীভূত হয় না!

আশা করি এই কয়টি সহজ ও নিশ্চিত পন্থা পাঠকদের মনে থাকিবে। আগামী এসেম্ব্লির নির্ব্বাচনে দু'চারজন এই টিকিট লইয়া দাঁড়াইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন!

আমার নাটক কেন চলে না!

অর্থাৎ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে। সৌখীন থিয়েটারে খুবই চলে এই তথ্যটি জানিবার পর হইতে সৌখীন অভিনেতাদের প্রতি আস্থা আমার

বাড়িয়াছে—এবং এই অতি সূক্ষ্ম ফাটল দিয়া বাংলাদেশের ভবিষ্যতের অতিক্ষীণ আশার আঁলো এক একবার যেন চোখে পড়িতেছে!

আবার নাটক কেন যে চলে না, বলা কঠিন, তবে থিয়েটারের ম্যানেজারদের কথা বিশ্বাস (!) করিতে হইলে বুঝিতে হইবে ভাল বলিয়াই আমার নাটক চলে না। এমন উক্তি শুনিতে আমি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি—বুঝলেন প্রমথবাবু, আপনার নাটক অতি উত্তম, কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, দেশ এখনও এ সব জিনিষের জন্য তৈরী হয় নি।

তারপর একটু থামিয়া, আমাকে উৎসাহিত (আমাকে উৎসাহিত ? সর্ব্বনাশ ! আমার উৎসাহ কিছু কমিলে যে বাঁচিয়া যাইতাম) করিবার জন্য তাহারা বলে—আসবে আসবে আপনার সময় আসবে।

সকলেই একমত যে আমার সময় আসিবে। তবে কখন সে বিষয়ে কাহারো কাহারো মধ্যে ঈষৎ তারতম্য ঘটিয়া থাকে ; কেহ বলে—আর পাঁচ দশ বছর। কেহ কেহ বা পরোক্ষভাবে নাটকের কপিরাইট সম্বন্ধে আমার উত্তরাধিকারীকে সব বুঝাইয়া তৈরি করিয়া রাখিতে বলে। সবই বুঝিতে পারি। কেবল যেটুকু তারা না জানে তাহাও বুঝি—হে প্রযোজক তোমার মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তে আস্ত একখানি থান ইট বোঝাই! আমার নাটক না চলিলে আমার বিশেষ ক্ষতি নাই, আসল ক্ষতি বাঙালী দর্শকের!

কিন্তু তাদেরই বা দোষ দিই কি করিয়া? আমার নাটক দেখিতে হইলে শুধু চোখ থাকিলেই চলিবে না (সাধারণ নাটকের দর্শকের পক্ষে চোখেই যথেষ্ট, চোখের কাজ অশ্রুপাত, আর নাটকগুলিই যে এক একটি কান্নার জোলাপ) সঙ্গে মস্তিষ্কও থাকা দরকার। বাঙালীর তাহার একান্ত অভাব। বাঙালীর মস্তিষ্ক গত ত্রিশ বছরের মধ্যে গেল কোথায় সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য গভর্মেণ্টের একটি 'এনকোয়ারি কমিটি'

বসানো আবশ্যক! আমার হইয়া আইন পরিষদের কোন সদস্য গভর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ করিবেন কি? কিন্তু আইন পরিষদও যে বাংলা দেশের মধ্যে, সদস্যরাও যে বাঙালী—

প্র. না. বি

পুনশ্চ ঃ—

(১)—৫০ পৃষ্ঠায় গানটি আমার কোন বন্ধুর রচনা।

(২) এই নাটক পাঠে বিদেশী কোন গ্রন্থের কথা মনে হইলে অপহরণ করিয়াছি এমন সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবার আগে সন্ধান লইবেন সত্যই কে কার চুরি করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও যদি আমাকে তস্কর স্থির করেন তবে বুঝিব আপনাদের নিশ্চিত ধারণা হইয়াছে বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন দেশে চোর নাই। বাঙালী চরিত্র সম্বন্ধে বাঙালীর কথা অবিশ্বাস করি কি রকমে?

(৩) সৌখীন অভিনয়ের জন্য কোনও প্রকার অনুমতির আবশ্যক নাই। সৌখীন অভিনেতাদের প্রতি অনুরোধ দয়া করিয়া ভূমিকা মুখস্থ করিবেন। মুখস্থ না করিয়া রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া আমার কথা বানাইয়া দিবার শক্তি তাঁহাদের থাকিলে, তাঁহারাও প্রমথবিশী হইতেন! আর অভিনয় করিবার সময়ে মুখের সঙ্গে সঙ্গে মাথার ব্যবহারও করিবেন। ব্যবসায়ী অভিনেতাদের মাথা খাটাইতে বলি না—যাহা নাই তাহা খাটানো যায় না।

শ্রীফণিভূষণ ঘোষ প্রণীত

চতুর্থ ভাগ

নীতিমালা-বোধিকা

নিখিল কুমার সিংহ